NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ কলকাতা পুরসভায় বেতন বাবদ উধাও বিপুল অর্থ, তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ, মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৩

কলকাতা ২৪ অগস্ট ২০২৬ ৬ ভাদ্র ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.08.2026, Vol. 20 Issue No. 74, 8 Pages, Price 3.00

‘মহাকাশ দিবসে’র শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ‘জাতীয় মহাকাশ দিবস’ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাগ করে তিনি বলেন, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারত ক্রমাগত মহাকাশ ক্ষেত্রে পরিধি বিস্তার করছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বর্তমানে ‘জেন-জি’ প্রজন্মের প্রকৌশলী, ডিজাইনার, কোডার এবং বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে মহাকাশ-প্রতিভারা বিশ্বজুড়ে নিজেদের এক অনন্য পরিচিতি গড়ে তুলছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প নেওয়া হয়েছে এবং এই লক্ষ্য পূরণে মহাকাশ ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং চন্দ্রযান-৩-এর ঐতিহাসিক সাফল্যের কথা স্মরণ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জিতেন্দ্র সিং ২০২৩ সালের ২৩ আগস্টের সেই মুহূর্তটির কথা উল্লেখ করেন, যখন চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণ করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি মহাকাশ-বিষয়ক স্টার্টআপগুলির সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেই মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মেধাবীদের গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমার বিশ্বাস, আমাদের এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত যাতে সারা বিশ্বের মানুষ অনুভব করে, এই ক্ষেত্রে তারা যদি নিজেদের জীবন গড়তে চায় তবে তাদের ভারতে আসা উচিত; ভারতের কোনও স্টার্টআপ বা মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় যোগ দেওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত, আমরা চুম্বকের মতো এই বিপুল মেধাশক্তিকে আকর্ষণ করতে পারি এবং এটি আমাদের জন্য এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হতে পারে। ব্যয়ের দিক থেকে আমরা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে আছি। আমাদের মেধাবীদের গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই; আর যেহেতু আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই ঝুঁকি নেওয়ার প্রবল ক্ষমতা রয়েছে, তাই আমরা খুব দ্রুতই এই ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নিতে পারব। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আপনারা একটি নতুন ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপনারা সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন।

গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সে ৩৫০০ কোটির সম্প্রসারণ প্রকল্পের শিলান্যাস

‘আগে শিল্প বন্ধ হত, এখন খবর নয়া বিনিয়োগের’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ ও মেটালার্জি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বাড়াতে প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকার পাঁচটি সম্প্রসারণ প্রকল্পের শিলান্যাস হল রবিবার। কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)-এর সদর দফতর থেকে ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পগুলির ভূমিপুজো করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনটি প্রকল্প জিআরএসই এবং দুটি যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডের (ওয়াইআইএল) অধীনে বাস্তবায়িত হবে।

অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেন, এই প্রকল্পগুলি ‘আত্মনির্ভর ভারত’, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’-এর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তাঁর বক্তব্য, আত্মনির্ভরতা শুধুমাত্র একটি নীতি নয়, এটি দেশের যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শক্তি। অপারেশন ‘সিঁদুর’-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের সক্ষমতা বিশ্ব ইতিমধ্যেই দেখেছে। আগামী দিনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, সরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি শিল্প যৌথভাবে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, বিশ্ব জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বর্তমানে একটি ‘ক্যাপাসিটি প্যারাডক্স’ তৈরি হয়েছে। একদিকে জাহাজের চাহিদা বাড়ছে, অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী জাহাজ নির্মাতা দেশগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কমছে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, দেশের দক্ষ প্রকৌশলী, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, শক্তিশালী ইস্পাত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পরিকাঠামো সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম।

জিআরএসইর সম্প্রসারণ প্রকল্পের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়চকে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সেখানে ২০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের যুদ্ধজাহাজ এবং ৬০ হাজার টন ধারণক্ষমতার বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি হাওড়ার শালিমারের টিম্বার পন্ড এবং কলকাতার কিডারপুর ডকের দামোদর কমপ্লেক্সে নতুন জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

অন্যদিকে, ইছাপুরের মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরিতে যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড ৭৫০ কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগে দুটি আধুনিক ফোরজিং প্রকল্প গড়ে তুলবে। এর মধ্যে ৩,০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন হেভি ডিউটি হাইড্রোলিক ওপেন ডাই ফোরজিং প্রেস এবং একটি অত্যাধুনিক রেডিয়াল ফোরজিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এর ফলে কামানের নল, গোলাবারুদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, রেলওয়ে অ্যাক্সেল, পারমাণবিক চুল্লির উপাদান এবং উন্নত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরির সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

রাজনাথ সিংয়ের দাবি, এই পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বাড়বে, তেমনই হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি হবে। তিনি জিআরএসই-কে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এখন সময় এসেছে বিশ্বের কী প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী ভারতে উৎপাদন বাড়ানোর।

শিল্পনোয়নের ঢেউ বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সে (জিআরএসই) প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকার পাঁচটি প্রতিরক্ষা প্রকল্পের শিলান্যাস হল রবিবার। এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই মঞ্চ থেকেই রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি বদলানোর কথা তুলে ধরলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।তাঁর দাবি, যে রাজ্যে একসময় শিল্প বন্ধ হওয়ার খবর আসত, সেখানে এখন নতুন শিল্প ও বিনিয়োগের খবর সামনে আসছে। রবিবার রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনের প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, ত্বাংলার বাতাসে এক নতুন সুবাস চড়িয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর বলতে পারি, এটি কেবল পরিবর্তনের সুবাস নয়, বরং উন্নয়নের সুবাস। যেখানে একসময় পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত শিল্প বন্ধ হওয়ার খবর আসত, সেখানে আজ নতুন শিল্পের সম্প্রসারণের খবর সমানে আসছে।দ রবিবার সীমান্ত সুরক্ষার প্রসঙ্গও তোলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র ১০৬ দিনের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের জন্য ১১০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। রবিবার পাঁচ প্রকল্পের মধ্যে তিনটি জিআরএসই-র। রায়চক শিপইয়ার্ড, টিম্বার পন্ড এবং হাওড়া শিপবিল্ডিং ফেসিলিটি তৈরি হবে এই প্রকল্পগুলির আওতায়। অন্য দু'টি প্রকল্প যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডের। ইছাপুরের কারখানায় তৈরি হবে ৩০০০ টন ক্ষমতার হাইড্রোলিক ওপেন ডাই ফোর্জিং প্রেস।

এই বিনিয়োগকে দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে যুক্ত করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, আজ বাংলার মাটিতে হতে চলা এই বিনিয়োগ কেবল আজকের বিনিয়োগ নয়, আগামিকালের ভারতের বিনিয়োগ। এই প্রকল্পগুলি আমাদের আত্মনির্ভরতা, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড-এর ভাবনাকে শক্তি প্রদান করবে। পাশাপাশি রবিবার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দেশীয় সংস্থাগুলিকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রসঙ্গ তুলে রাজনাথ সিং বলেন, তঅপারেশন সিঁদুরের সময় বিশ্ব ভারতের দেশীয় অস্ত্র ব্যবস্থার ক্ষমতা দেখেছে। আত্মনির্ভরতা আমাদের কেবল পলিসি নয়, এটি ব্যাটলফিল্ড ক্ষমতার একটি মাল্টিপ্লায়ার।দ

রাজ্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্প নিয়েও তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। বিশ্বে জাহাজ তৈরির ক্ষমতা কমছে বলে দাবি করে তিনি ভারতকে সেই জায়গা নিতে হবে বলেই দাবি করেন। তিনি বলেন, এখন আমাদের চিন্তা এটা হওয়া উচিত নয় যে ভারতকে বিশ্ব থেকে কী কিনতে হবে। আমাদের চিন্তা হওয়া উচিত বিশ্বকে কী দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত গুণমান এমন হোক যা বিশ্ব ভরসা করে, খরচ এমন হোক যা বিশ্ব বেছে নেয়, এবং ডেলিভারি এমন হোক যা বিশ্ব বারবার অর্ডার করে।

রবিবার ইছাপুরের কারখানার কাজের প্রশংসা করে রাজনাথ সিং বলেন, আপনাদের সংস্পর্শে যে মেটাল আসে, তা সোনার চেয়ে কম কিছু নয়। রায়চকের পরিকাঠামো তৈরি হলে জিআরএসই-তে ২০০ মিটার দীর্ঘ যুদ্ধজাহাজ তৈরি করা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও জিআরএসই-র ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে জিআরএসই ‘দ্য গ্রেট জিআরএসই’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা শিল্পে বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও আরও বেশি করে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

‘বিকশিত ভারত’-এর সঙ্গে উন্নত হবে পশ্চিমবঙ্গও, বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং সীমান্ত নিরাপত্তাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কলকাতায় গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড এবং যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডের একাধিক প্রকল্পের ভূমিপুজো অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণে গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকারের কেন্দ্রীয় সরকার অথবা বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সহযোগিতা করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না, যার ফলে রাজ্য ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। জমি, মানবসম্পদ, পরিকাঠামো, কাঁচামাল এবং আরও অনেক কিছু। যদিও এখন, ‘ডবল-ইঞ্জিন’ সরকার পূর্ণ গতিতে কাজ করছে। আগে বাংলায় এই ‘ডবল-ইঞ্জিন’-এর অভাব ছিল। স্বাধীনতার আগে ও পরে, উভয় সময়েই দেশের বিনিয়োগ ও অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অথচ, ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসন এবং ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে সর্বদা বিরোধিতার মানসিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে। ৫০ বছর পর অবশেষে সেই নেতিবাচকতার অবসান ঘটেছে। নরেন্দ্র মোদী এবং আমার নেতা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বে আমরা বাংলাকে নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করছি। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত যখন একটি বিকশিত দেশ বা ‘বিকশিত ভারত’-এ পরিণত হবে, তখন পশ্চিমবঙ্গও উন্নত হবে। আমরা এই লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগিয়ে চলেছি। রবিবারের অনুষ্ঠানে রাজ্যের নতুন সরকারের ১০৬ দিনের কাজের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়াবিহীন অংশে নিরাপত্তা বাড়াতে বিএসএফকে জমি দেওয়ার বিষয়টি সামনে আনেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আটকে ছিল। তাঁর কথায়, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ১০৬ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা, বিশেষ করে সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম ছিল কাঁটাতারের বেড়াবিহীন কিছু অংশের বিষয়টি সুরাহা করা। এটি কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়; সীমান্তের কাছে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর করা একটি দেশপ্রেমমূলক দায়িত্ব। অথচ পূর্ববর্তী সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুবাদে বাংলার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়; আর এখন সকলের আশীর্বাদে আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি। রাজনাথ সিংজি যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সীমান্ত সংলগ্ন জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন।

রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলায় ‘অর্জুন বাহিনী’

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলার নির্মীয়মাণ গোডাউন ধসের পর রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ঘোষণা আগেই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সেই পরিকল্পনার বিস্তারিত রূপরেখা প্রকাশ করে তিনি জানালেন, রাজ্যের নতুন বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর নাম হবে ‘অর্জুন বাহিনী’। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এই বাহিনী কাজ শুরু করবে। কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সে এক অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে এই বিশেষ বাহিনী, যা আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে যে কোনও দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধারকাজে নামবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, তারাতলার দুর্ঘটনার পরই রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কলকাতার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে দীর্ঘদিন ধরে বহু বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আরও আধুনিক ও দক্ষ উদ্ধার ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। সেই লক্ষ্যেই ‘অর্জুন বাহিনী’ গঠন করা হচ্ছে।

তিনি জানান, ভবিষ্যতে এই বাহিনীতে অগ্নিবীরদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে তাঁরা আগামী বছরের জানুয়ারির আগে উপলব্ধ না হওয়ায় আপাতত সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে ২০০ জনকে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১০০ জন কলকাতায়, ৫০ জন পার্বত্য এলাকায় এবং ৫০ জন উপকূলীয় অঞ্চলে মোতায়েন থাকবেন। আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম নিয়ে তাঁরা যে কোনও বিপর্যয়ের সময় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালাতে পারবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করলেও পূর্ববর্তী সরকার সেই অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পনার অভাব এবং নির্মাণে অনিয়মের ফলেই বিভিন্ন এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই রাজ্য সরকার আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর একটি স্থায়ী উদ্ধার বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ দিন অগ্নিবীরদের কর্মসংস্থান নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, দমকল, বন দফতর, পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে ভবিষ্যতের নিয়োগে ২০ শতাংশ অগ্নিবীরদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর ফলে প্রশিক্ষিত প্রাক্তন অগ্নিবীরদের দক্ষতাকে রাজ্যের জরুরি পরিষেবায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি তারাতলায় একটি নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ও লোহার বিম ধসে বহু শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন। সেই ঘটনায় এনডিআরএফ, ভারতীয় সেনা, রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ এবং দমকল যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। ড্রোন, গ্যাস কাটার-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ পরিচালিত হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রাজ্যের নিজস্ব আধুনিক বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে এগোল সরকার।

ডিকার হ্যাটট্রিকে ডুরান্ডের রং লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধুনিক ফুটবল কেবল আবেগের উপর চলে না। ফুটবল বিজ্ঞান মেনে চলে। মাঠের ৯০ মিনিটের লড়াই-ই কেবল নয়, হার জিত নির্ভর করে থাকে মাঠের বাইরের অনেক বিষয়ের উপর। ফুটবলের সূচি, ঠিকমতো রিকভারি, অনুশীলন এই সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। ডুরান্ড কমিটির ব্যর্থতা এখানে অবশ্যই রয়েছে। একটা দল তিন দিন পর ঘরের মাঠে ফাইনাল খেললো, ম্যাচের আগেরদিন একেবারে বিশ্রামে কাটাল। অন্য দল শিলংয়ের মাঠে সেমিফাইনাল থেকে বাস, বিমানযাত্রা পেরিয়ে মাত্র একদিনের অনুশীলনে ডার্বিতে নামল। মোহনবাগানের হারের পিছনে অবশ্যই ক্লান্তি দায়ী।

রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রেকর্ড ১৭ তম ডুরান্ড কাপ জিতল ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে হারাক ইস্টবেঙ্গল। হ্যাটট্রিক করলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা, আরও একটি গোল করেন বিপিন সিং। মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মনবীর সিং। প্রথমার্ধে লাল-হলুদের দুরন্ত ফর্মে ধরাশায়ী চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান। গোটা ম্যাচেই সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের মধ্যে ক্লান্তি স্পষ্ট।

ম্যাচের শুরুতেই ৯ মিনিটে সমীর জেলকোভিচের ক্রস থেকে লিস্টন কোলাস্ক একটি সুযোগ পায়। যদিও সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একটানা মোহনবাগানের আক্রমণের পর আচমকাই প্রতি আক্রমণ থেকে প্রথম গোল করে ইস্টবেঙ্গল। বিপক্ষের অর্ধে বল পান রশিদ। শট নেওয়ার ভান করে তিনি দুর্দান্তভাবে বল বাড়িয়ে দেন বিপিনের দিকে। ১০ মিনিটে বিপিন ঠান্ডা মাথায় একবার টাচ নিয়ে কাইথকে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে দেন।*২০ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর ফ্রি-কিক শট লাল-হলুদের গোলকিপার প্রভসুখন গিল বাঁচিয়ে দেন। ২০ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর ফ্রি-কিক শট লাল-হলুদের গোলকিপার প্রভসুখন গিল বাঁচিয়ে দেন।

ব্যবধান বাড়াল ইস্টবেঙ্গল। জেসিনের পরিবর্তে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলছেন এডমন্ড। ১২ মিনিটে বক্সের বাইরে বল পেয়ে সামনে একাধিক মোহনবাগান ফুটবলার থাকা সত্ত্বেও শট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। নিচু শটটি কাইথের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে যায়। বলের বাউন্স ঠিকমতো আঁচ করতে না পারায় তাঁর আরও ভালো করা উচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত বল জালে জড়িয়ে যায়। মোহনবাগানের জন্য ভয়াবহ কয়েকটি মিনিট।*

এবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান বাড়ালেন এডমন্ড লালরিন্দিকা। ২২ মিনিটে অসাধারণ একক দক্ষতায় তিনি বিশাল কাইথকে পরাস্ত করেন এবং চোখ ধাঁধানো একটি গোল করলেন। বাঁ দিক থেকে বল পান ভাট। তিনি রামিরেজকে বল বাড়ান। রামিরেজ সেখান থেকে এডমন্ডকে দুর্দান্ত থ্রু বল দেন। এডমন্ড বক্সে ঢুকে প্রথমে একবার টাচে বল নিয়ন্ত্রণ করেন, তারপর এগিয়ে আসা কাইথকে কাটিয়ে আরও এক টাচে বল নিয়ে ফাঁকা গোলে পাঠিয়ে দেন।

বল নিয়ে দাঁড়ান রশিদ। তিনি বক্সের দূরের দিকে দুর্দান্ত একটি ক্রস বাড়ান, যেখানে ছুটে আসেন জয় গুপ্তা। জয় গুপ্তা সেখান থেকে বলটি মাঝখানে বাড়িয়ে দেন। ৪৪ মিনিটে ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দিয়ে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন এডমন্ড। প্রথমার্ধে এডমন্ডের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। ৩৩ মিনিটে একটি দুর্ধষ গোল করলেন মনবীর সিং।* ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস জানিয়ে গেলেন, সেই ডার্বি জয়কে এগিয়ে রাখবেন, কারণ টুর্নামেন্টের ফাইনাল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/08/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলি কোর্টে 18541 নং এফিডেভিট বলে আমি পাশপোর্ট নং A9635766 অনুযায়ী Rahaman Hafizur Luthfar, s/o Rahaman Luthfar Sadek Ali ও Rahaman Hajerabibi Luthfar, R/o Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly -712104, W.B নাম পরিবর্তন করিয়া Hafizur Rahaman, s/o Luthfar Rahaman ও Hazera Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। Rahaman Hafizur Luthfar, s/o Rahaman Luthfar Sadek Ali ও Rahaman Hajerabibi Luthfar & Hafizur Rahaman, s/o Luthfar Rahaman ও Hazera Khatun উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **RUMA GHOSH** W/o MILTAN HARRIS, R/o - Vill.- Rangametia, PO - Bhimpur, P.S-Salboni, Dist.- Paschim Medinipur, hereby solemnly affirm and declared that in my minor son's birth certificate his my name inadvertently recorded as **AAMRISH HARRIS** instead of his actual /correct name with surname i.e. **AAMRISH GHOSH HARRIS** (DOB- **21.12.2017**) vide affidavit no.- 21420, dated - 07/11/2022 sworn In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Midnapur. **AAMRISH HARRIS** and **AAMRISH GHOSH HARRIS** is the same & one identical person i.e. my son.

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমি, বংশীকা কেডিয়া, স্বামী শ্রী যশ কেডিয়া, বাসস্থান ৯৪/৩, লালা বাবু শায়ার রোড, পোস্ট-বেলুরমঠ, থানা-বালি, হাওড়া-৭১১২০২, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার বর্তমান পাসপোর্টে (পাসপোর্ট নম্বরঃ আর৫৫১০৫০৮) আমার পিতার নাম ''রবি কুমার আগরওয়াল'' হিসেবে নথিবদ্ধ রয়েছে। তবে, আমার জন্ম শংসাপত্র, শিক্ষাগত নথিপত্র, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং বিবাহ শংসাপত্রে তাঁর নাম ''রবি আগরওয়াল'' হিসেবে নথিবদ্ধ আছে। সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে ''রবি কুমার আগরওয়াল'' এবং ''রবি আগরওয়াল'' একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যিনি আমার জন্মদাতা পিতা। ভবিষ্যৎ পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণ এবং সমস্ত সরকারী বা দাপ্তরিক উদ্দেশ্যে আমি এখন থেকে আমার পিতার নাম ''রবি আগরওয়াল'' হিসেবেই পরিচিত হব।

NAME CHANGE

I, Subranil Das S/o Nirmal Chandra Das, residing at 92 Green Park, Bhadreswar Station Road, P.O. & P. S. Bhadreswar, Dist. Hooghly do hereby declare that I have changed my name from Subranil Das to Subhranil Das and henceforth I shall be known as Subhranil Das in all purpose, vide affidavit no. 32 sworn before the Notary Public at Chandannagar on 19.08.26 Subhranil Das and Subranil Das both are same and one identical person.

NOTICE

This is to inform that, **Mandakani Mahata @ Mahani Mahata** W/o Late Ananta Mahata, R/o- **Santaldiha**, P.O. Jogashimul, P.S.- Jhargram, Dist.- Jhargram- 721513, executed General Power of Attorney in respect of **20** Dec. property, vide Deed No IV -16/18 on 31/01/2018 at A.D.S.R. Kharagpur and in favour of **Lakshmi Kanta Mahata** and vide Deed No IV -35/18 on 19/02/2018 **Nitai Mahata** S/o Kartik Chandra Mahata in respect of **40 (20+20)** Dec. property, Plot No. RS & LR-357, Khatian No. -530, J.L. No.-86, Mouza - Dewanmaro, Ayma, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx **40** Dec. area of the said property to **The Ramco Cements Ltd.**, R/o- Ramco Road, Dewanmaro, Ayma, P.O. Nimpura, P.S.- KGP(L), Dist.- Paschim Medinipur- 721301.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **15 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

Mandakani Mahata

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের একজন মক্কেল, মোরসালিম হালদার হলেন মৌজা গোবিন্দপুর, জে.এল. নং ৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৮, আর.এস. দাগ নং ৭৪৫, এল.আর. দাগ নং ১৬৯, থানা- দাদপুর, বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জেলা- হুগলি-র অধীনস্থ ৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এবং তার উপর অবস্থিত পুরোনো দোতলা ভবনের (যা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল) নিরঙ্কুশ মালিক। তিনি ডিএসআর-১ হুগলিতে নিবন্ধিত ২০১৯ সালের বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০১-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৪২৫৮ থেকে ৭৪২৭৯, দলিল নং ০৬০১০৩১৩৯ এবং এডিএসআর চুঁচুড়াতে নিবন্ধিত ২০০৯ সালের বুক নং ১, ভলিউম নং ২৬, পৃষ্ঠা ১৭৯ থেকে ১৯৩, দলিল নং ০৩৭৬১-এর মূল পূর্ববর্তী দলিলগুলি হারিয়ে/খুইয়ে ফেলেছেন। উক্ত দলিলগুলি হারানোর/খুইয়ে ফেলার বিষয়টি তাঁর একজন অফিস কর্মচারী, শাহিনুর বাদশা-র মাধ্যমে গত ১৯.০৭.২০২৬ তারিখে দাদপুর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি (জিডিই নং ১২৬২) হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সংস্থা বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো দাবি, অধিকার, সত্ত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে, তাদের এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

সুপ্রিয় বসু এল.এল.পি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, ১ম তল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ইমেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী গোলকনাথ গাঙ্গুলী ওরফে গোলকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**, পিতা ৺মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী ওরফে মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, **২)শ্রীমত্যা মায়া গাঙ্গুলী ওরফে মায়া গঙ্গোপাধ্যায়**, স্বামী ৺অলোকনাথ গাঙ্গুলী ওরফে অলোকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, **৩)শ্রী অনিস গাঙ্গুলী ওরফে অনিস গঙ্গোপাধ্যায়**, পিতা ৺অলোকনাথ গাঙ্গুলী ওরফে অলোকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, **৪)সুবর্ণময়ী গাঙ্গুলী ওরফে সুবর্ণময়ী গোঙ্গোপাধ্যায়**, পিতা ৺মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী ওরফে মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, **৫)শ্রীমত্যা করবী গাঙ্গুলী ওরফে করবী গঙ্গোপাধ্যায়**, স্বামী ৺দীননাথ গাঙ্গুলী ওরফে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, **৬)শ্রী অরিন্দম গাঙ্গুলী ওরফে অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়**, পিতা ৺দীননাথ গাঙ্গুলী ওরফে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, **৭)শ্রীমতী দীপ্তি ব্যানার্জ্জী**, স্বামী ৺অবনী কান্ত ব্যানার্জ্জী, **৮)শ্রীমত্যা জ্যোৎস্না ব্যানার্জ্জী**, স্বামী ৺সমর কান্ত ব্যানার্জ্জী, **৯)শ্রীমত্যা জ্যোতি মুখার্জ্জী**, স্বামী ৺শ্রীদেব প্রসন্ন মুখার্জ্জী, **১০)শ্রীমতী শুভ্রা ব্যানার্জ্জী**, স্বামী শ্রী সুজিত ব্যানার্জ্জী, এবং ১১)শ্রীমতী করুনা ব্যানার্জ্জী, স্বামী শ্রী গৌতম কুমার ব্যানার্জ্জী, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ১০/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00758/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সৌমজিৎ মুখার্জ্জী**, পিতা ৺গোরাচাঁদ মুখার্জ্জী, সাকিম বিশালক্ষ্মীতলা চাঁপাতলা, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১২/০৩/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-00720/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ভাগ্যশ্রী মুখার্জ্জী**, স্বামী শ্রী আবীর কুমার মুখার্জ্জী, সাকিম ব্রাহ্মণপাড়া কালীতলা, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খলিসানী, জে.এল নং ১, হাল এল.আর. ৪১৩২, ৪১৩৪, ৪১৩৬, ৪১৩৭, ৪১৩৮, ৪১৩৯, ৪১৪০, ৬৬০৮, ৬৬০৯, ৬৬১০ ও ৬৬১১ নং খতিয়ান হইতে সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৭১ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.০৯০০ একর তন্মধ্যে ০১ কাঠা ১৫ ছটাক ০৫ বর্গফুট সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী ভাগ্যশ্রী মুখার্জ্জী**, স্বামী শ্রী আবীর কুমার মুখার্জ্জী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর-খলিসানী এট মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী সৌমজিৎ মুখার্জ্জী, আমমোক্তার**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ব্যারাকপুরে নবীন সংঘ ও তালপুকুর ইয়ুথ ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। শিবিরে হাজির ছিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস, ব্যারাকপুর-২ ও ৩ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে অনামিকা নাগ ও সন্তোষ সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ, চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা, সঞ্জয় যাদব, অহিন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ। এরপর ইছাপুর এসি নাথ স্ট্রিট, কণ্ঠাধারে অবস্থিত জ্যোতি সংঘ ক্লাবে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মন্ত্রী।

নিষেধ অমান্য করে উত্তাল সমুদ্রে স্নান

মন্দারমণিতে তলিয়ে মৃত্যু দুই পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্দারমণি: প্রশাসনের সতর্কবার্তা ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে উত্তাল সমুদ্রে স্নান করতে নেমে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন দুই পর্যটক। পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণি সমুদ্রসৈকতে জোয়ারের সময় সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই বাসিন্দার।

রবিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার জোয়ারের সময় কয়েকজন পর্যটক সমুদ্রে স্নান করতে নামেন। সেই সময় আচমকাই প্রবল ঢেউয়ের টানে দু'জন সমুদ্রের গভীরে ভেসে যান। বিষয়টি নজরে আসতেই নুলিয়ারা দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। স্পিডবোট নিয়ে সমুদ্রে নেমে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার অভিযানের সময় এক পর্যটককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম সোমনাথ মজুমদার। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার দুলালপুর পূর্বপাড়া এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে, একই ঘটনায় নিখোঁজ ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জামালহাটির বাসিন্দা কমলেশ মণ্ডল। শনিবার রাত পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। পরে রবিবার সকালে ফের তল্লাশি চালানোর সময় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার সতর্কতা মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।

হুগলি জেলা পরিষদ সদস্যের বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, বাড়ি-গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুর বিবিরবেড় এলাকায় বাড়ি জেলা পরিষদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা দে'র। হুগলি জেলা পরিষদ সদস্যর বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব চালাল। বাড়ি, গাড়ি ভাঙচুর। বেশ কিছু দুষ্কৃতী রবিবার দুপুরবেলায় তাঁর বাড়িতে হঠাৎ চড়াও হয়। ভাঙচুর করে। কয়েকটি চার চাকা গাড়ি, বাইক থান ইট দিয়ে ভাঙে। বাড়ির কাচ ভাঙে। সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে। রীতিমত তাণ্ডব চালিয়ে চলে যায়। খবর পেয়ে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে।

দু'দিন আগে প্রিয়াঙ্কার অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের এক মহিলা সদস্য গ্রেপ্তার হন। প্রিয়াঙ্কা তৃণমূল সদস্য। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর দলেরই পঞ্চায়েত সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তারপরই তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এই তাণ্ডব চালানোর ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অন্নপূর্ণা যোজনার শর্তাবলী নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কুণাল ঘোষ: অন্নপূর্ণা যোজনার শর্তাবলী নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষ। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যোগ্য প্রত্যেকেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। প্রশ্ন হল, এই সুবিধা পাওয়ার মাপকাঠি বা শর্তাবলী কী? নির্বাচনের আগে কেন আপনারা উল্লেখ করেননি, যে এর জন্য কিছু শর্ত প্রযোজ্য হবে? নির্বাচনের আগে আপনারা বলেছিলেন, 'লদীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের ভাতা দ্বিগুণ করে ৩,০০০ টাকা করা হবে।

বাইগাছির মাটির নীচে তেলের সন্ধান

পরীক্ষামূলক গ্যাস জ্বালানোয় বাড়ল কৌতূহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের বাইগাছি ওএনজিসি কেন্দ্রে ফের দেখা গেল আগুনের শিখা। ওএনজিসি-র কর্মীদের একাংশের দাবি নতুন করে খনন করা কূপগুলির মধ্যে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তেলের স্তরের উপরে থাকা প্রাকৃতিক গ্যাস পরীক্ষা করার জন্যই আগুন জ্বালানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। আর সেই দৃশ্য ঘিরেই ফের জোরালো হয়েছে অশোকনগর থেকে তেল উত্তোলন শুরুর অপেক্ষা।

বাইগাছি কেন্দ্রে নতুন করে তিনটি কূপ খনন করা হয়েছে। সেখানেই খনিজ তেলের উপস্থিতি মিলেছে বলে কর্মীদের সূত্রে খবর। মাটির নীচ থেকে উঠে আসা প্রাকৃতিক গ্যাসকে পরীক্ষার প্রয়োজনে জ্বালানো হচ্ছে। রাতের দিকে সেই আগুনের শিখা দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশ তাই কেন্দ্রে ভিড় করছেন, আর একে কেন্দ্র করে চলছে নানান আলোচনা।

অশোকনগর থেকে তেল তোলার সম্ভাবনা নিয়ে এর আগেও একাধিক বার কথা হয়েছে। সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, জুলাইয়ের শেষ দিকে তেল উত্তোলন শুরু হতে পারে। যদিও সেই সময় পেরিয়ে গেলেও সেই কাজ শুরু না হওয়ায় অপেক্ষায় ছিল এলাকাবাসিরা। এখন বাইগাছিতে ফের পরীক্ষার আগুন দেখা দেওয়ায় সেই প্রত্যাশা নতুন করে মাথাচাড়া দিল ।

তবে আগুনের শিখা দেখা গেলেই যে বাণিজ্যিক ভাবে তেল উত্তোলন শুরু হয়ে গিয়েছে, তা বলার মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। ওএনজিসি-র তরফে খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে স্থানীয়দের আগ্রহের পাশাপাশি সরকারি ঘোষণার অপেক্ষাও রয়েছে।

ওএনজিসিতে কর্মরত এক কর্মীর বক্তব্য, তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে ঠিকই, যদিও তা নিয়ে আপাতত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব চলছে। তেলের উপরের স্তরে থাকা গ্যাস বেরিয়ে আসার পর সেটিই জ্বালিয়ে তার চরিত্র ও প্রবাহ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি।

অশোকনগরের মানুষের কাছে বিষয়টি শুধু স্থানীয় শিল্প বা কর্মসংস্থানের প্রশ্ন নয়। এত দিন ধরে মাটির নীচে থাকা সম্পদকে ঘিরে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তাতে তেল উত্তোলন ঠিক কবে থেকে শুরু হবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আর তা স্পষ্ট হবে ওএনজিসি-র আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই।

আদিসপ্তগ্রামের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আদিসপ্তগ্রামে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বেশ কিছু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক কর্মশালা হয়। এই কর্মশালায় এআই অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কিভাবে আগামী দিনে উন্নত করা যায় সেই নিয়ে হয় এই কর্মশালা বা সেমিনার, সেখানে অধ্যাপকরা আলোচনা করেন এআই এর সাহায্য নিয়ে আরো উন্নতরভাবে কিভাবে এগিয়ে চলা যায়। তারা বলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভালো যেমন আছে, খারাপ দিকটাও আছে। তবে ভালো দিকটাকেই ছাত্রছাত্রীদের বেছে নিতে হবে এগিয়ে যেতে হবে। বক্তারা জানালেন, সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এআইকে ব্যবহার করে যাতে আরো এগিয়ে যেতে পারে সেই জন্য দফায় দফায় স্কুলগুলিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে হবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আরও কি করা যায়। এ বিষয়ে আদিসপ্তগ্রাম বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর অনিন্দিতা ব্যানার্জি বললেন, এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডক্টর জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে তাদের কোনও অসুবিধা না হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে। সেই জন্য সেই লক্ষ্য নিয়ে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। সবসময় যাতে এই কলেজ ছাত্রছাত্রীদের পাশে ছিল ও থাকবে। আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিকাশ ঘটিয়ে আরো উন্নত করা যায় সেই লক্ষ্য নিয়েই কর্মশালা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদি সপ্তগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডক্টর অনিন্দিতা ব্যানার্জি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সৌম্য সেন, টিসিএস রিসার্চ এর ডক্টর বর্ণালী বসাক, আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক প্রবীর কুমার বিশ্বাস, বিআইটিএস পিলানীর অধ্যাপক নভনীত গোয়েল।

আদালত কর্মীদের ২৪-২৫ অগস্টের ধর্মঘটে সমর্থন, পাশে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কর্মীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৪ ও ২৫ অগস্ট পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির ডাকা ধর্মঘট ও পেন-ডাউন কর্মসূচিকে সমর্থন করল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। আদালত কর্মীদের বিভিন্ন দাবি ও অধিকার নিয়ে চলা আন্দোলনের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে সংগঠনটি।

এই দুই দিনের কর্মসূচিতে আদালতের দৈনন্দিন কাজকর্মে কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতি। সেই কর্মসূচির আগে একাধিক কর্মচারী সংগঠনের সমর্থন পাওয়ায় আন্দোলনের পরিসরও বাড়ছে। সম্প্রতি আদালত কর্মচারীদের দাবির প্রতি এর আগেই সমর্থন জানিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। একই সঙ্গে গ্রুপ-ডি কর্মচারী সংগঠন, স্টেট কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং তাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনও ধর্মঘট ও পেন-ডাউন কর্মসূচির পাশে থাকার কথা জানিয়েছিল।

এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। রবিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালত কর্মচারীদের কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি জানানোর কথা জানানো হয়। আদালতের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কাজকর্ম সরাসরি বিচারপ্রক্রিয়ার দৈনন্দিন পরিকাঠামোর সঙ্গে জড়িত। তাই কর্মীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন হলে তার প্রভাব আদালতের স্বাভাবিক কাজেও পড়তে পারে। ২৪ ও ২৫ অগস্টের কর্মসূচিকে ঘিরে সেই কারণেই নজর থাকবে আদালতগুলির দৈনন্দিন পরিষেবার দিকে। একাধিক সংগঠন পর পর পাশে দাঁড়ানোয় আদালত কর্মচারীদের এই আন্দোলন এখন শুধু একটি সংগঠনের কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। আগামী দু'দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার।

ময়নায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পেয়ে মহিলাদের সুবিশাল পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ময়না: রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে দীর্ঘদিন লদীর ভাণ্ডারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ ছিল। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা মেলায় ময়নায় সুবিশাল পদযাত্রা করলেন কয়েক হাজার মহিলা। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পাওয়ার পর রবিবার বাকচা অঞ্চল থেকে এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই কর্মসূচি বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

অভিযোগ, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার বাকচা অঞ্চলের প্রায় ৭ হাজার মহিলা বিজেপিকে সমর্থন করার কারণে তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে লদীর ভাণ্ডারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই চালিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরবর্তীতে বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট মহিলাদের দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়েছে।

পদযাত্রায় ময়নার বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী অশোক দিন্দা উপস্থিত ছিলেন। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পাওয়ায় বহু মহিলা ও স্থানীয় বাসিন্দা মিছিলে অংশ নেন। কর্মসূচিতে অশোক দিন্দা বলেন, তৎকালীন সরকার রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দিত। বিজেপি করার কারণে বাকচার মহিলাদের লদীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান সরকার কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ না করে যোগ্য মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা দিচ্ছে।

মির্জা গালিব স্ট্রিটের অভিশপ্ত হোটেলের মালিককে গ্রেপ্তার করে ব্যাংকশাল আদালতে বিচারের জন্য আনা হয় রবিবার। ছবি: অদিতি সাহা

দলত্যাগের ঘোষণার পরই ভাঙড়ে আরাবুলের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: পঞ্চায়েত গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ভাঙড়ে এবার সরাসরি বোমাবাজির ঘটনা। দলত্যাগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাক্তন আইএসএফ নেতা আরাবুল ইসলামের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে পোলেরহাট থানার উড়িয়া পাড়া এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা ভাঙড় জুড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে কে বা কারা এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে দলীয় কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরছিলেন আরাবুল ইসলাম। উড়িয়া পাড়া এলাকা দিয়ে তাঁর গাড়ি যাওয়ার সময়েই হঠাৎই গাড়িটি লক্ষ্য করে পর পর বোমা ছোড়া হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। যদিও গাড়ির গতি বেশি থাকায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান আরাবুল ও তাঁর সঙ্গে থাকা অনুগামীরা। ঘটনার জেরে গভীর রাতেই থমথমে হয়ে পড়ে পুরো এলাকা।

উল্লেখ্য, ঘটনার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আইএসএফ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন ভাঙড়ের এই প্রভাবশালী নেতা। দল ছাড়ার কারণ হিসেবে তিনি নওশাদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে 'একনায়কতন্ত্র' ও 'একগুঁয়েমি'র পাশাপাশি আইএসএফের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ তোলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'আইএসএফের স্বৈরাচারী এবং একনায়কতন্ত্রকে আমি ধিক্কার জানাই। আইএসএফের লুম্পেন বাহিনীর হাতে ভাঙড় জুড়ে যে ভাবে মানুষের উপরে অত্যাচার-অনাচার নেমে এসেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই দল থেকে আমি পদত্যাগ করলাম।'

এদিকে ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনকে কেন্দ্র করে আরাবুলের এই দলত্যাগের পরই ভাঙড়ের রাজনীতির জল অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। দল ছাড়ার পরপরই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তথা তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা-ঘনিষ্ঠ খায়রুল ইসলামের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা যায় আরাবুলকে। এর পরেই জল্পনা শুরু হয়, তবে কি ফের পুরনো দলে অর্থাৎ তৃণমূলে ফিরতে চলেছেন কি না তা নিয়েও।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আরাবুলের দলত্যাগ এবং রাজনৈতিক অবস্থান বদলের পরেই এই বোমাবাজির ঘটনা নিছক কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। ভাঙড়ে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেই এই হামলা কি না, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। এই হামলার পেছনে আইএসএফের হাত রয়েছে নাকি অন্য কোনো গোষ্ঠী জড়িত, সে বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে স্থানীয় পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত ভাঙড়ের রাজনীতি।

সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও গঙ্গা প্রকাশ্যে চলছে গঙ্গা দূষণ। জগন্নাথ ঘাটের ছবি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৪ অগস্ট ২০২৬, ৬ ভাদ্র ১৪৩৩, সোমবার

পশ্চিমবাংলাকে মমতা ব্যানার্জি জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় বানিয়ে রেখেছিলেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জঙ্গি সন্দেহে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জঙ্গি গ্রেপ্তারের পর নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে রাজ্যে নতুন করে আরও ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। সূত্র বলছে, পুজোর মরসুমে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নজরদারি চালাবে। রবিবার পানপুর বালক বৃন্দের কালীপুজোর খুঁটি পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, পশ্চিমবাংলাকে মমতা ব্যানার্জি জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় বানিয়ে রেখেছিলেন। জঙ্গিরা এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল। ধীরে ধীরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জঙ্গিরা ধরা পড়ছে। মন্ত্রী জানান, দেশ তথা রাজ্যের সুরক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তাছাড়া দলীয় নেতাদের ওপর হামলার পরিকল্পনা চলছে। পুজোর সময় সীমান্তবর্তী

এলাকায় অশান্তির বাতাবরণের চেষ্টা চলছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের মদতপুষ্ট জেহাদিরা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী উভয়েরই এই বিষয়ে সজাগ আছেন। যাদবপুর ইস্যুতে মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, দিমাগী নকশালদের যাদবপুর থেকে উৎখাত করতে হবে। এঁরা আতঙ্কবাদীদের থেকেও ভয়ানক। মন্ত্রীর কথায়, দিমাগী নকশালরা যুব সমাজের মগজ ধোলাই করে দেশের বিরুদ্ধে কার্যকলাপে তাদেরকে লিপ্ত করে। এঁদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। মন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, পাকিস্তান এবং মাওবাদীদের যদি ঠান্ডা করা যায়, তাহলে দিমাগী নকশালদের অনায়াসে ঠান্ডা করা যাবে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং শনিবার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আমডাঙা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু পঞ্চায়েত ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না, তাছাড়া ১২০০ লোক এখনও জাতীয় সড়কের জমি দখল করে রেখেছে। রাস্তা তৈরির জন্য দখলদারদের জায়গা খালি করতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা না পেয়ে বেশ কিছু পুরসভায় মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, দেড় কোটি মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়েছেন। ২৫ লক্ষ পুরুষের নাম উক্ত যোজনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর দাবি, তৃণমূলের কিছু লোকজন বিজেপির বদনাম করতে এসব করছেন। প্রসঙ্গত, পানপুর বালক বৃন্দের কালীপুজো এবারে ৪১ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এখানকার থিম ভাবনা, গুজরাতের নীলকণ্ঠ ধাম। এদিন খুঁটি পুজোয় হাজির ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক ডঃ রাজেশ কুমার, ভাটপাড়া পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিমাংশু সরকার, প্রাক্তন কাউন্সিলর খোকন দাস, সঞ্জয় সিং, পুজো কমিটির সম্পাদক সুকমল ঘোষ প্রমুখ।

অন্নপূর্ণায় ‘ঝাড়াই-বাছাই’, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধায়ক নিয়োগের ব্যাখ্যা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ‘একাত্ম মানবতাবাদ’-এর দর্শনকে সামনে রেখে হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং জনমুখী করার বার্তা দেওয়া হয় কর্মশালায়। প্রশিক্ষণকে সংগঠনের শক্তি এবং আদর্শকে রাজনৈতিক পথচলার দিশা হিসেবে তুলে ধরা হয়। কর্মশালার ফাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অন্নপূর্ণা যোজনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির প্রভাব এবং নতুন সরকারের কাজ নিয়েও বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে যোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি আরও কড়া করার কথা জানান শমীক। তাঁর বক্তব্য, সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছেই পৌঁছনো দরকার। সরকারি চাকরি করা মহিলা বা বেশি বেতন পাওয়া শিক্ষকরাও যদি এই সুবিধা পান, তা হলে প্রকল্পের লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বলে দাবি করেন শমীক।

রাজ্যের আগের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শমীক বলেন, সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই মানুষ সরকার পরিবর্তন করেছে। তাঁর কথায়, আগের সরকারের দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচতে রাজ্যের মানুষ সরকার পরিবর্তন করেছে, এখনও অনেক দুর্নীতি ও অসংলগ্ন জিনিষ আছে, যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম দিন থেকে কড়া হাতে দমন করে যাচ্ছেন। রবিবার শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত করার প্রসঙ্গেও প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি। শিক্ষাদপ্তরে বিধায়ক ও সাংসদদের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা

দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে দায়িত্বশীল লোকের প্রয়োজন আছে। একজন মহিলা অধ্যাপিকার দিকে প্লাস্টিকের জগ ছোড়ার ঘটনার উল্লেখ করে শমীক বলেন, শিক্ষাদপ্তরে বিধায়কদের নিয়োগ সচেতনভাবেই করা হয়েছে। মহিলা অধ্যাপিকার দিকে প্লাস্টিকের জগ ছুড়ে মারা হচ্ছে, আটকানোর তো লোক দরকার। সেই কারণেই সাংসদ-বিধায়কদের আনা হয়েছে।

এদিন অন্নপূর্ণা প্রকল্পে টাকা না পাওয়া এবং আবেদন করা নিয়ে ওঠা অভিযোগের প্রসঙ্গেও নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেন শমীক। তাঁর দাবি, কোথাও আবেদন করতে দেরি হয়েছে, কোথাও অনীহা ছিল। আবার কিছু জায়গায় ব্যবস্থাগত সমস্যার পাশাপাশি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্পে গোলমাল করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এক্ষেত্রে শমীকের বক্তব্য, অন্নপূর্ণা প্রকল্পে অনেক জায়গাতে বিচ্যুতি আছে, সেটা সিস্টেমের কারণে। বেশকিছু জায়গাতে ইচ্ছাকৃত অশান্তি করা হয়েছে। অনেক জায়গাতে মহিলাদের প্রথমে আবেদন করতে দেরি করেছেন, অনীহা দেখিয়েছিলেন। তবে আরও ৫০ লক্ষ মহিলা খুব দ্রুত এই প্রকল্পের অর্থ পাবেন। ১ শতাংশ মহিলার ক্ষেত্রে টাকা না পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি সংখ্যায় মহিলারা এই প্রকল্পের অর্থ ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। বছরে ৩৬ হাজার টাকা, কম টাকা নয়। বহু পুরুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নিয়েছেন, সরকারি চাকরি করা মহিলারাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নিয়েছেন। আপনারা কি চান? যে মহিলা স্কুলে চাকরি করেন, মাসে এক লক্ষ টাকার বেশি মাইনে পান, সেও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নেবেন! তাই খুব শতর্কভাবে ঝাড়াই-বাছাই করা হচ্ছে। সামাজিক প্রকল্প যাদের জন্য তৈরি হয়েছে, সেই সকল যোগ্য মহিলারা এই প্রকল্পের টাকা পাবেন। রবিবার বিজেপির সাংগঠনিক কর্মসূচিতে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শনকে সামনে রেখে দলের কর্মীদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়। সংগঠনকে মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঠামো গড়ে তোলাই এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য বলেই বিজেপি সূত্রে খবর।

টালিগঞ্জে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে ধুন্ধুমার, হাইকোর্টের জরুরি স্থগিতাদেশে স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবাসরীয় সকালে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের সাহেবাগান এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় চরম উত্তেজনা। এদিন কলকাতা পুরসভার উচ্ছেদ অভিযান রুখে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের জরুরি নির্দেশ। এদিন সকালে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পুরসভার উচ্ছেদকারী দল পৌঁছতেই তীব্র প্রতিবাদ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরবর্তীতে জরুরি শুনানিতে হাইকোর্ট উচ্ছেদের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করায় আপাতত রেহাই পায় বিতর্কিত ওই বহুতল।

পুরসভা সূত্রে খবর, টালিগঞ্জের সাহেবাগান এলাকায় একটি বহুতল নির্মাণের বিষয়ে আগেই নোটিস জারি করা হয়েছিল। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, ভবনটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এবং কোনো অনুমোদিত নকশা ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে। এমনকী জমিটি ওয়াকফ সম্পত্তি বলেও অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির ছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতা কুমার সাহার দিকে। বলা হচ্ছিল, এই বহুতলটি প্রাক্তন শাসকদলের পার্টি কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। এরপর রবিবার সকালে বকেয়া নোটিসের ভিত্তিতে বুলডোজার এবং পুরকর্মী দল সাহেববাগানে পৌঁছয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। তবে বলপূর্বক উচ্ছেদ শুরু হতে গেলেই বাধে গোলমাল। বাসিন্দাদের দাবি, এটি কোনো দলীয় কার্যালয় নয়, বরং সাধারণ মানুষের বাসস্থান। ভবনে বসবাসকারী এক যুবক এ প্রশ্নও ছুড়ে দেন, ‘নির্বাচনের সময় হয়তো দেওয়ালে ছবি আঁকা হয়েছিল, তাই বলে কি ওটা পার্টি অফিস হয়ে গেল? কোনো উপযুক্ত নোটিস ছাড়াই হঠাৎ ঘর ভাঙতে চলে এল পুরসভা।’

পুরসভার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আবেদনকারীরা। পরিস্থিতি বিচার করে ছুটির দিনেই জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ এজলাস বসান বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওই ভবনটিতে কোনো ভাঙচুর বা উচ্ছেদ চালানো যাবে না। মামলাটি নিয়মিত বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর সাময়িকভাবে পিছু হটে পুরসভা ও পুলিশ।

বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ, মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অগস্টের শেষে ফের নিম্নচাপের থাবা রাজ্যে। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি রবিবার সকালেই শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। চলতি অগস্ট মাসে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এটি তৃতীয় নিম্নচাপ। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ তো বটেই, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে। তবে সমুদ্র উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট কিছুটা বেশি থাকবে।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়। নিম্নচাপটির মূল অভিমুখ ওড়িশা ও ছত্তিশগঢ়ের দিকে হলেও তার রেশ পৌঁছবে এ রাজ্যেও। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার থেকে ফের পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং,

দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সমুদ্র উত্তাল থাকায় সোমবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

গত সপ্তাহের প্রাবল্য কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এই নতুন নিম্নচাপের জেরে ফের জলছবির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রবিবার সকাল থেকেই তিলোত্তমার আকাশ ছিল মেঘলা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির ‘হলুদ সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। শহরবাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পুরসভায় বেতন বাবদ উধাও বিপুল অর্থ, তদন্তে ৫ সদস্যের বিশেষ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাতায়-কলমে যত কর্মী, রাজকোষ থেকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে বেতনের খাতে। কলকাতা পুরসভায় এবার তেমনই এক বড়সড় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগ, গত ১৬ বছর ধরে পুরসভার একাংশ আধিকারিক, এজেন্সি ও অসৎ চক্রের যোগসাজশে ভুয়ো কর্মীদের নামের তালিকা তৈরি করে মাসের পর মাস সরকারি টাকা লুঠ করা হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মী, এজেন্সির মাধ্যমে আসা লোকবল এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের কর্মীদের ভুয়ো হিসাব দেখিয়ে এই বিরাট অঙ্কের অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। ঘটনার ভয়াবহতা বিচার করে অনিয়মের শিকড়ে পৌঁছতে অবশেষে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে পুর প্রশাসন। পুরসভা সূত্রে খবর, বিশেষ কমিশনার সৌম্য ভট্টাচার্যের সরাসরি নির্দেশে এই হাই-প্রোফাইল কমিটি গঠিত হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দেড় দশকে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় স্থায়ী কর্মী নিয়োগ কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। পুর প্রশাসনের দাবি ছিল, রাজকোষে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় স্থায়ী কর্মী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দিয়ে কাজ চালানোই বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ, স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করলে পিএফ, গ্র্যাচুইটি সহ একাধিক সামাজিক সুরক্ষামূলক সরকারি সুবিধা দিতে হয়, যা পুরসভার ওপর

বাড়তি আর্থিক চাপ তৈরি করে। এই যুক্তিতেই বিগত ১৫ বছরে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে আউটসোর্সিং বা অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের প্রবণতা আকাশ ছোঁয়া রূপ নেয়।

কিন্তু সম্প্রতি বেতন বাবদ পুরসভার মাসিক খরচের নথি খতিয়ে দেখতে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে শীর্ষ কর্তাদের। হিসাবের অঙ্কে দেখা যায়, বর্তমানে পুরসভায় নথিভুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের যে পরিমাণ বেতন হওয়া উচিত, রাজকোষ থেকে প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে পুরসভায় স্থায়ী কর্মী রয়েছে ১৪ হাজারের কিছু কম, আর নথিভুক্ত অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ১৬ হাজারের বেশি। এর সঙ্গে রয়েছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ কর্মী। এই অসামঞ্জস্যের জেরেই সন্দেহ জোরদার হয় যে, এজেন্সির আড়ালে ‘ভূতুড়ে কর্মী’ বা ভুয়া নাম ঢুকিয়ে মাসের পর মাস অর্থ তছরুপ করা হচ্ছিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে পুরসভার বিশেষ তদন্ত কমিটি এখন অল-আউট অপারেশনে নামছে। তদন্তের মূলত জোর দেওয়া হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে। যার মধ্যে রয়েছে, প্রতিটি বরো, ওয়ার্ড অফিস এবং বিভাগীয় দপ্তরে গিয়ে অস্থায়ী ও সংস্থা-নির্ভর কর্মীদের তালিকা ধরে ধরে তাঁদের বাস্তব অস্তিত্ব পরীক্ষা করা। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে মূল ভবন সহ পুরসভার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স এবং হাজিরা খাতা স্ক্যানারের নিচে আনা হচ্ছে। পাশাপাশি সরাসরি চুক্তিভিত্তিক কর্মী, এজেন্সির মাধ্যমে আসা লোকবল এবং ১০০ দিনের প্রকল্পে ঠিক কতজন আসল কর্মী কাজ করছেন, সেই তথ্য নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা হবে।

এই প্রসঙ্গে পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিক স্পষ্ট জানান, ‘কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা ও কোষাগার থেকে খরচ হওয়া টাকার অঙ্কের মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে। যে কোনো মূল্যে এই দুর্নীতির আসল রূপ বের করা হবে।’ বিশেষ কমিটির এই প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে কড়া প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নেবে কলকাতা পুরসভা।

শিল্পীর ছোঁয়ায় সেজে উঠছেন মৃন্ময়ী...। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের টাকা হাতাতে অভিনব জালিয়াতি জেলার নার্সিংহোমে, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের টাকা পেতে রোগের চিকিৎসাই বদলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। এখানে অস্ত্রোপচার হওয়া রোগীকে ‘মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ’-এর আওতায় দেখিয়ে বেশি টাকার বিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্বাস্থ্যভবনের সাম্প্রতিক পরিদর্শনে এমন ১৪টি ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেছে বলেই সূত্রের খবর। এরপরই জেলার পাশাপাশি রাজ্যের আরও কয়েকটি নার্সিংহোমের কাজকর্ম নিয়েও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথীর ‘মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ’-এ রোগী ভর্তি হলে চিকিৎসা খরচের নির্দিষ্ট উর্ধ্বসীমা নেই। যদিও এই প্রকল্পে অস্ত্রোপচারের জন্য আলাদা প্যাকেজ আছে, যেখানে খরচের সীমা বাঁধা। অভিযোগ, এই ব্যবস্থার ফাঁক কাজে লাগিয়ে পূর্ব বর্ধমানের ওই নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার করা রোগীদের অন্য প্যাকেজে দেখানো হয়েছে। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অর্থোপেডিক অস্ত্রোপচারের রোগীর চিকিৎসা খরচের বদলে ব্রেন স্ট্রোকের চিকিৎসার জন্য ৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিল করা হয়েছে। অথচ ওই ধরনের অর্থোপেডিক অস্ত্রোপচারের খরচ সাধারণত ৩০ থেকে ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে। এছাড়াও আরও অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথীতে যে রোগের চিকিৎসার সুবিধা নেই, সেই রোগীকেও সুবিধার আওতায় থাকা অন্য রোগের নাম দেখিয়ে ভর্তি করা

হয়েছে।

স্বাস্থ্য ভবনের তদন্তে উঠে এসেছে আরও একটি পদ্ধতির কথা। স্বাস্থ্যভবনের এক আধিকারিকের দাবি, পুরনো কোনও ব্রেন স্ট্রোকের রোগীর সিটি স্ক্যানের নথি ব্যবহার করে সেখানে রোগীর নাম ও তারিখ বদলে নতুন রোগীর চিকিৎসার নথি তৈরি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, অর্থোপেডিক চিকিৎসার রোগীকে ব্রেন স্ট্রোকের রোগী সাজানোর জন্য পুরনো কোনও ব্রেন স্ট্রোকের রোগীর সেই সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু রিপোর্টে লেখা রোগীর নাম, তারিখ এডিট করে দেওয়া হচ্ছে! বেসরকারি নার্সিংহোম সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের দাবি, পূর্ব বর্ধমানের ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একই ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বলেও তাঁদের দাবি। সেই কারণেই স্বাস্থ্যভবনের নজরদারি আরও বাড়তে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

রবিবার এই বিষয়টি নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এ ধরনের অনেক অসঙ্গতি আছে। চুরি, দুর্নীতি, লুটের জন্যই মানুষ নতুন সরকারকে নিয়ে এসেছে। সরকারকে একটু সময় দিন। এই লুঠের বিরুদ্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি কঠোর হাতে প্রথমদিন থেকে ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি আগামীদিনেও নেবেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্যসাথীর পাশাপাশি রাজ্যে এখন আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা চালু রয়েছে। একাধিক সরকারি স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থার মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে বিল সংক্রান্ত অনিয়ম ঠেকানোই এখন স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তুমুল উত্তেজনা বরানগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে শনিবার রাতে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল বরানগর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকগড় এলাকায়। মৃতার নাম রিয়া পাল (৩২)। ওইদিন রাতে বরানগর থানার পুলিশ গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মহিলার মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। শ্বশুরবাড়ির দাবি, ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু পড়শিরা সেই দাবি মানতে নারাজ। পড়শিদের অভিযোগ, গৃহবধূর ওপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালাতেন স্বামী ও শাশুড়ি। মেয়েটিকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও মৃতার স্বামী মানস দাস এবং তাঁর মায়ের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন পড়শিরা। পুলিশের গাড়ি আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃতার পড়শি সঞ্চিতা চৌধুরী জানান, প্রথম স্ত্রীকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা মানস দাসের দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ওই মহিলা ওপর স্বামী এবং শাশুড়ি অত্যাচার চালাতেন। ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে এলাকার লোকজন বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু পুলিশ নির্বিচারে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। যদিও পুলিশ মৃতার স্বামী ও শাশুড়িকে আটক করেছে। এটা নিছক আত্মহত্যার ঘটনা, নাকি ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম রায়ে ভোঁতা হয়ে গেল বিরোধীদের মনরেগা বা জিরামজি-অস্ত্র

পূর্বতন ১০০ দিনের কাজ (মনরেগা প্রকল্প) অথবা বর্তমানে ১২৫ দিনের কাজ (জিরামজি প্রকল্প) নিয়ে বিরোধীদের অস্ত্র ভোঁতা করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি এই নিয়ে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলায় শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে জিরামজি-র মতো গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আশা, আকাঙ্ক্ষা হতে পারে। কিন্তু তা কখনওই জনগণের মৌলিক অধিকার হতে পারে না। ২০২০ সালে অরুণা রায়, নিখিল দে এবং ললিত মাথুরের মতো সমাজকর্মীরা এই প্রকল্পের কাজে মজুরি দিতে দেরি হওয়া ও ন্যূনতম মজুরি না দেওয়ার অভিযোগ তুলে ওই মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছে যে আমাদের সংবিধান কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি। সংবিধান রাষ্ট্রের নির্দেশ মূলক নীতি অধ্যায়ের চতুর্থ অংশে একে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সরকার এমন নীতি গ্রহণ করবে, যেখানে নির্দিষ্ট মজুরিতে কাজের নিশ্চয়তা মিলবে। তবে তা কখনওই কর্মসংস্থানের মৌলিক অধিকারের সমতুল্য নয়। মামলাকারীর আইনজীবীর যুক্তি ছিল, সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের আওতায় গ্রামীণ কর্মসংস্থার প্রকল্প আনা উচিত, যাতে শ্রমিকেরা ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত না হন। ন্যূনতম মজুরি না দেওয়ার অর্থ ঘুরিয়ে শ্রমিকদের বেগার খাটানো যা কার্যত শোষণেরই ভিন্নরূপ। আবেদনকারীর এই যুক্তি উড়িয়ে দিয়েছে আদালত। এই প্রকল্প গ্রামের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই কথা জানিয়ে আদালত বলেছে, এসব ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের তরফে কোনও নির্দেশ দিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা উচিত হবে না। কারণ, মজুরি স্থানীয় পরিস্থিতি এবং কাজের ধরনের উপরে নির্ভর করে। সেই ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দিলে কাজের সুযোগ সংকুচিত হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের জিরামজি-অস্ত্র এবার ভোঁতা হয়ে গেল।

শব্দছক ২৫০

রবি দাস

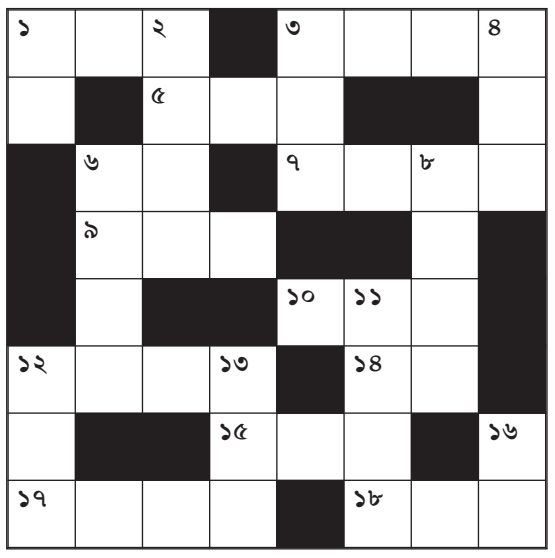

পাশাপাশি: ১. সরাসরি অর্থপ্রদান ৩. দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম নদী ৫. ধোপা ৬. পিতা ৭. মুসলিমদের রোজার মাস ৯. মৃত্যুর পরে পাপীদের স্থান ১০. অছিলা ১২. চালচলন ১৪. পরাজয় ১৫. ঝাল সব্জি ১৭. যে রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ ১৮. পিঁয়াজ আদার দলভুক্ত আনাজ

ওপর-নিচ: ১. নতুন ২. বাদশাহের রাজসভা ৩. খনি ৪. চোখ ৬. ভেস্তে যাওয়া ৮. শাজহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ১১. দুঃখের হুতাশন ১২. নিরন্ন ব্যক্তি ১৩. সুন্দরী রমনী ১৬. হৃদয়

সমাধান ২৪৯ — পাশাপাশি: ১. বিরাট ৩. নলকূপ ৬. নবাব ৭. লব ৮. চমক ১০. জাভা ১২. নায় ১৩. হতবাক ১৫. নাবালক ১৭. মজা ২০. লাক ২১. কলম ২২. রাভা ২৪. নাগাল ২৫. তরজমা ২৬ সরল

ওপর-নিচ: ১. বিবেচনা ২. টনক ৩. নবজাতক ৪. কূল ৫. পবন ৯. ময়লা ১১. ভাবা ১৩. হলফনামা ১৪. কমল ১৬. বালা ১৮. জামরুল ১৯. বরাত ২১. কলস ২৩. বরাত ২১. কলস ২৩. ভার

আজকের দিন

■ **১৯৪৯** — উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) কার্যকর হয়।

■ **১৯৯১** — ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হয়।

■ **২০০৬** —আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা প্লুটোকে প্রধান গ্রহ থেকে বামন গ্রহ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করতে ভোট দেয়।

জন্মদিন

১৯১১ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাসের জন্মদিন।*

১৯১৮ *বিশিষ্ট .রাজনীতিবিদ সিকান্দার বখতের জন্মদিন।*

১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দুলাল লাহিড়ির জন্মদিন।*

বীণা দাস

পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, ন্যায়সংহিতা প্রণয়ন ও সীমান্ত সুরক্ষায়

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের যোগ্য সেনাপতি হলেন শুভেন্দু

প্রদীপ মারিক

পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দুর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ১০০ দিন পার করলো। শুভেন্দুর একটার পর একটা জনমুখী কাজ বঙ্গবাসী সদরে গ্রহণ করেছে। শুভেন্দুর কাজে কাল বলে কোন শব্দ ডিকশেনারী তে নেই। শুভেন্দু যা কাজ করেন আজই। তার কাজের ধরন ই বলে দেয় কাজ ফেলে রেখে দেওয়া যাবে না। শুভেন্দু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অনেক নিয়ম লাগু হওয়ায় জনগণের রোজকার জীবনও পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা কয়েকমাস আগেও অধরা ছিল। শুধুই শোনা যেত বোমার আওয়াজ। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দান থেকে এভাবেই বিগত তৃণমূল সরকারকে বিঁধে বর্তমান শাসকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু নিয়ে তাঁর আশ্বাস, শরণার্থীদের কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে বের করা হবে। যে কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আটকে দিয়েছিল, সেটা এবার হবে।

ব্রিটিশ সময়কাল থেকে শুরু হওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসির) প্রতিস্থাপন করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রবর্তিত হ'ল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। ব্রিটিশ সরকারের তৈরি ভারতীয় দণ্ডবিধি বা আইপিসির বদলে আগামী ১ জুলাই থেকে চালু হলো দেশের অপরাধ সংক্রান্ত আইন। সেই সঙ্গে ফৌজদারি কার্যবিধি বা সিআরপিসির বদলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং এভিডেন্স অ্যাক্টের বদলে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম চালু হয়েছে সারা দেশে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিকার ২০২৩ যথাক্রমে ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধির কোড এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। এই তিনটি ফৌজদারি আইন কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে ১ জুলাই সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিটি থানার অফিসার ইনচার্জরা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায় সংহিতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেন। নতুন ফৌজদারি আইনের জন্য দেশব্যাপী আরো কর্মশালার প্রয়োজন। নতুন আইনের প্রধান ফোকাস হল জিরো এফআইআর, অনলাইনে এফআইআর দায়ের, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সমন এবং সমস্ত জঘন্য অপরাধ স্থলের বাধ্যতামূলক ভিডিয়োগ্রাফি। নতুন আইনের অধীনে ভুক্তভোগীরা ৯০ দিনের মধ্যে তাদের মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পাবেন। এই নতুন আইনগুলি সমস্ত রাজ্য সরকারকে সাক্ষীদের সুরক্ষা এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আইনি প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য একটি সাক্ষী সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে। ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ভিকটিম, সাক্ষী এবং অভিযুক্তদের সুবিধা দেবে এবং সমগ্র আইনি প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাই বলেছেন, 'স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা স্বদেশী হয়েছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই ন্যায় সংহিতা। যখন নতুন এই নিয়ম কার্যকর হল, সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে গেল ঔনিবেশিক আইন।' তিনি আরো বলেন, দণ্ড নয় বরং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে নয়া আইন। এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে বিচার ব্যবস্থা আরও দ্রুত হবে। অমিত শাহ স্পষ্ট করেছেন যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এর পূর্বের আইপিসির মতো সর্বোচ্চ ১৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের বিধান রয়েছে এবং রিমান্ডের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এমন বিভ্রান্তি দূর করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে গণপ্রহারের ধারা যুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রহার এক সামাজিক ব্যাধি। গোটা দেশেই গণপ্রহার বা পিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা সমানে আসে। সাম্প্রতিককালে বাংলায় একের পর এক গণপ্রহারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। কলকাতা, সল্টলেকের পড়ে ঝাড়গ্রামে গণপ্রহারে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও ভিড়ের হিংসা অনেক ক্ষেত্রেই ছাড় পেয়ে যায়, সব সময় অপরাধীদের শাস্তি হয় না বলে অভিযোগ। তাছাড়া গণপ্রহারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনও ছিল না। এত দিন গণপ্রহারের জেরে মৃত্যু হলে খুন বা খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করত পুলিশ। তবে নতুন আইনে গণপ্রহারকে আলাদা ধারায় চিহ্নিত করা হয়েছে। গণপ্রহারের অপরাধে এবার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথাই জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, আইনে গণপ্রহার নিয়ে কোনও বিধান ছিল না। তবে নতুন আইনে গণপ্রহারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'নতুন আইনে সাজার থেকে সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায় পান, সেটাই দেখা হয়েছে।' ১৮৬০ সালে তৈরি 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' বা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৯৮ সালের 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট' বা ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং ১৮৭২ সালের 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' বা ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের বদলে কার্যকর হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। এই তিনটি আইনই ২০২৩ সালে ডিসেম্বরেই লোকসভা, রাজ্যসভায় পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় মোট ৩৫৮টি ধারা রয়েছে, ভারতীয় দণ্ড বিধির থেকে যা বেশি। ন্যায় সংহিতায় ২০টি নতুন অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে এবং নতুন ফৌজদারি আইনে ৩৩টি অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরও কড়া বিধি আছে ন্যায় সংহিতায়। এবার থেকে অভিযুক্তরা জামিনের আবেদন করার জন্য সাত দিন সময় পাবেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি ছিল ব্রিটিশ ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের প্রতিরূপ। এই ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারা বর্তমান পরিস্থিতিতে অপ্রাসঙ্গিক ছিল কারণ একটি সমাজ হিসাবে আমরা প্রতিটি দিক থেকে বিকশিত হয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে একাধিক সংশোধনী চালু করে ঔপনিবেশিক যুগের ফৌজদারি আইন প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) প্রতিস্থাপন করেছে, ধারার সংখ্যা ৫১১ থেকে ৩৫৮ তে কমিয়ে এনেছে এবং ঘৃণামূলক অপরাধ এবং মব লিঞ্চিং সহ ২১ টি নতুন অপরাধ যুক্ত করেছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড (সিআরপিসি) প্রতিস্থাপন করে, একটি শিকার-কেন্দ্রিক পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি ১৫ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত বাড়ায়, অনুপস্থিতিতে বিচারের অনুমতি দেয়, জিরো এফআইআর চালু করে (যেকোনো থানায় এফআইআর করার অনুমতি দেয়), এবং ইলেকট্রনিক সমন এবং একটি সাক্ষী সুরক্ষা স্কিম অন্তর্ভুক্ত করে। ন্যায় সংহিতা গুরুতর অপরাধের জন্য ফরেনসিক তদন্তকে বাধ্যতামূলক করে এবং ইলেকট্রনিক বিচারের সুবিধা প্রদান করে, যা প্রচলিত আদালতের প্রক্রিয়া থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অপরাধের জন্য স্পষ্টতা এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করে, সম্ভাব্যভাবে জননিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং ঘৃণামূলক অপরাধকে আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে। ইতিমধ্যে, বিএনএসএস দ্রুত বিচার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, আরও ভাল ভিকটিম সুরক্ষা এবং আইনি প্রতিকারের সহজ অ্যাক্সেসের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিএসএ সহজে এবং আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে, আইনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, এবং দুর্বল সাক্ষী এবং ভিকটিমদের সুরক্ষা বাড়ায়। ১৫৮ বছর বয়সী আইপিসি-কে ব্যাপক বিএনএস ২০২৩ এর সাথে প্রতিস্থাপন করা ভারতে ফৌজদারি আইন সংস্কারের যাত্রায় একটি মাইলফলক। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ এর প্রবর্তনের সাথে ভারতীয় ফৌজদারি আইনে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি, একটি আধুনিক আইনি কাঠামোর দিকে এগিয়ে যায়। ন্যায় সংহিতা শুধুমাত্র বিদ্যমান আইপিসি আইন সংশোধন করে না বরং বিভিন্ন নতুন বিধান প্রবর্তন করে যা আইনি প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করতে পারে। যাই হোক, শুধুমাত্র এই আইনের প্রয়োগই ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সাহায্য করবে না বরং সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন এবং ক্রমাগত নজরদারি করবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনি কাঠামো এবং সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শুভেন্দু অধিকারীর রাজ্যের সব মানুষের সমস্যা শুনতে চান। তিনি তাই জনতার দরবার চালু করেছেন। পাহাড়ে দীর্ঘদিনের জমে থাকা একগুচ্ছ দাবিদাওয়ার ঝাঁপি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখোমুখি হলেন প্রতিনিধিরা। বৈঠকে সাংসদ রাজু বিস্তা ছাড়াও ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি এবং রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মণ। পাহাড় নেতৃত্বের মূল দাবি; 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নোমান রাইয়ের কথায়, মূলত স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের গতি তরান্বিত করার পাশাপাশি থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার আবেদন জানাব। এ ছাড়া জিটিএ বোর্ড গঠন, আটকে থাকা পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন করানো এবং স্বচ্ছ উপায়ে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ের যুবকদের চাকরির ব্যবস্থার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। সাংসদ রাজু বিস্তার দাবি, সিপিএম এবং তৃণমূল জমানায় পাহাড়ে বৈষম্যের রাজনীতি করা হয়েছে। বিজেপি যা কথা দিয়েছে, সেই স্থায়ী সমাধান খুব দ্রুত বাস্তবায়িত করতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বৈঠক ডেকেছেন। অতীতে বাম জমানায় ডিজিএইচসি বা তৃণমূল জমানায় জিটিএ গঠন করা হলেও পাহাড়ের স্থায়ী আকাঙ্ক্ষা অপূরণই থেকে গিয়েছে। এর আগে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিমল গুরুংদের বৈঠক কিংবা সম্প্রতি নেপালি দিবসের মঞ্চে মোর্চা সুপ্রিমোর স্পষ্ট বার্তা; সব মিলিয়ে এই বৈঠক পাহাড়ের রাজনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করলো।

সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জমি চেয়ে, জমি না-পাওয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শানিত আক্রমণ করেছেন স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ। তিন দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসে শিলিগুড়িতে SSB ফ্রন্টিয়ারের হেডকোয়ার্টারে যান তিনি। সেখানে সীমান্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন অমিত শাহ। SSB জওয়ানদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজও সারেন তিনি। অনুষ্ঠানে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জমি দিয়েছেন বলে দরাজ সার্টিফিকেট দেন অমিত শাহ। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সাল থেকে ১১২৯ একর জমি চাওয়া হলেও এতদিন তা পাওয়া যায়নি। এমনকি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বারবার আবেদন করেও কোনও লাভ হয়নি। 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পায়ে ধরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তবু জমি মেলেনি।' শাহ বলেন, শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পরই সেই জমি পাওয়া গিয়েছে।

শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে সম্প্রতি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সংক্রান্ত বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হয়। তাতে যোগ দিতে এবং উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বৈঠক করতে এসে অমিত শাহ বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এরাজ্যে লাগু করার বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেননি। কারণ, উনি জানতেন, এটা লাগু হলে কাটমানি, সিন্ডিকেট সব ভেঙে চুরচুর হয়ে যেত। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রথম এই ফাইল সই করেছেন। এবার আপনারা দেখতে পাবেন, তিন ন্যায় সংহিতা (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম) কীভাবে নাগরিক সুরক্ষা দেবে, সম্পত্তি বাঁচাবে। ৩ বছরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ন্যায় দিতে পারি, সেটা এবার দেখবেন। বাংলার পুলিশ যা করার করবে।' শাহের কটাক্ষ, বাম ও তৃণমূলের জমানায় 'ক্যাডার রাজ' চলত। তৃণমূল জমানায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যেত না। শোনা যেত বোমার শব্দ। কিন্তু এবার আইনের শাসন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ চালু নিয়েও অমিত শাহর দাবি, 'সিএএ আমরা চালু করলাম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে। তাতেও বাধা দিলেন মমতাজি। কিন্তু কী লাভ হল তাতে? এই তো এখানে কাজ চলছে। বাংলা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে, জনবিন্যাস বদল রুখতে আমরা এটা লাগু করেছি। শরণার্থীদের কোনও চিন্তা নেই। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য আমাদের জমি দরকার ছিল, এখন সেই জমি পেয়েছি। আমাদের কাজ ভালোভাবে করব। আপনারা সবাই নিশ্চিন্তে থাকুন।'

স্বাধীন ভারত কেমন হবে তা ভারতের জাতীয় গান, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দে মাতরম'-এর গানেই বলে দিয়েছেন। দেশের যুব সম্প্রদায়কে 'বিকশিত ভারত' গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

শপথ গ্রহণের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই ১০০ দিনের কাজের পরিসংখ্যানই বলে দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যোগ্য সেনাপতি হয়ে উঠেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

কোট-স্নানকোট

ধমক-চমক দিয়ে, রিল বানিয়ে, মিডিয়া ট্রায়াল করে, ২০ জন লোককে রাস্তায় নামিয়ে ওই হেরে যাওয়া খণ্ড-বিখণ্ড তৃণমূলের কোনও বুদ্ধি চলবে না।

'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' নিয়ে বিক্ষোভ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গাজলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার-কাণ্ড

বধূর আত্মহত্যার পিছনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গাজলের গৃহবধূ আত্মঘাতী হওয়ার পিছনে তার স্বামীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় মৃত মহিলার স্বামীকে অবশেষে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা না মেলায় হতাশাগ্রস্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছিল গাজল থানার বাচাহার গ্রামের গৃহবধূ অনিতা খাতুন (৩২)। এনিয়ে মৃতের এক আত্মীয় এবং এলাকার নির্বাচিত তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত সদস্য পর্যন্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু ঘটনার ২৪ ঘন্টার পরে রবিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ পুলিশ সুপার অনুপম সিং-এর পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে অনিতার স্বামী ইনজামামুল হককে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হয়। রবিবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাকে ছয় দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত অনিতার এক ভাই আনিসুর আলম পুলিশকে এই আত্মহত্যার ঘটনায় তার জামাইবাবু ইনজামামুল হকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। সেখানে আত্মহত্যার প্ররোচনা ও বধূ নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। নিজের অপরাধ থেকে বাঁচতেই মৃত মহিলার স্বামী ইনজামামুল হক এই অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার একটি গল্প ফাঁদে। যেটা মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রামের চাউর হয়ে যায় । কিন্তু নিজের অপরাধ পরে ধরা পড়ে। এরপরই তাকে শনিবার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালেই গাজোল থানার করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাচাহার গ্রামের শ্বশুরবাড়িতেই শোবার ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন অনিতা। মৃত গৃহবধুর বাবার বাড়ি গাজলের ইচাহার এলাকায়। এই আত্মহত্যার ঘটনার পর মৃতের এক দেওর সামিরুল রহমান এবং করকচ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য তথা ওই মহিলার প্রতিবেশী মোসারেকুল আনোয়ার মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গের সামনে অভিযোগ করেছিলেন, গত তিন মাস ধরে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্ত হয়েই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করে অনিতা। চরম অভাবের সংসার রয়েছে তাদের। আশেপাশের পরিবারের মহিলারা এই প্রকল্পের টাকা পেলেও বঞ্চিত ছিল অনিতা। ফলে স্বামীকে আবেদনপত্রে ভুলভাল করার দোষারোপ করেই নাকি আত্মহত্যা করেন ওই গৃহবধূ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ইনজামামুল হকের বিরুদ্ধেই তার স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার দিন ধৃত ইনজামামুল হক তার স্ত্রীর বাবার বাড়ির লোকেদের ফোন করেই এই আত্মহত্যার ঘটনার কথা জানিয়েছিল। পুলিশের এই অভিযোগের বিষয়ে অবশ্য মৃত গৃহবধুর শ্বশুরবাড়ির পরিবারে লোকেরা মুখে কুলুপ এঁটেছে। যারা অনিতার মৃত্যুর ঘটনার পর প্রকাশ্যেই অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার দাবি করেছিলেন। তাঁরা রবিবার নতুন করে আর কোনও মন্তব্য করেন নি।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে , ধৃত ইনজামামুল হক এই অপরাধ থেকে বাঁচতেই নিজেই মনগড়া একটি এই অন্নপূর্ণা ভাতা না পাওয়ার গল্প তৈরি করেছিল। যেটা নিজের থেকে রটানো হয়েছিল। ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত দুই শ্রমিক, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই ঠিকা শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ নিয়ে টালবাহানার অভিযোগে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন মৃতদের পরিবার-পরিজন ও সহকর্মীরা। রবিবার সকালে ঠিকাদারি সংস্থার এক ম্যানেজারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। শনিবার কাঁকসার রাজবাঁধের কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে কাজ চলাকালীন ঠিকা শ্রমিকদের একটি দলকে দ্রুতগতির কনটেনার ধাক্কা মারে। ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। গুরুতর জখম অবস্থায় আরও চার শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে ঠিকাদারি সংস্থার কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছে। রবিবার সকালে সংস্থার ম্যানেজার মৃতদের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানালে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা। তাঁরা দাবি করেন, মৃত শ্রমিকদের পরিবারের অন্তত একজনকে চাকরি এবং ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃতদেহ নেওয়া হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন তাঁরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। যদিও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে, ঠিকাদারি সংস্থার ম্যানেজারের দাবি, মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কর্তৃপক্ষই ঠিক করবে। এদিকে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মৃত দুই শ্রমিকের দেহ মর্গেই থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন পরিবার ও সহকর্মীরা।

SBI হোম লোন সেন্টার কলকাতা
"অবনী হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
অবস্থান: মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন, এক্সাইড বিল্ডিংয়ের কাছে, ই-মেইল: sbi.04490@sbi.co.in

সংশোধনী

২০.০৮.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-অকশন বিজ্ঞপ্তির অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ই-অকশন নোটিশ সংক্রান্ত বিষয়ে, **২৭.০৮.২০২৬** তারিখের ই-অকশন কিছু প্রযুক্তিগত কারণে প্রত্যাহার করা হলো। পরবর্তী তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে।

SBI এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস (১৪৮৬৬)
রিজিয়ন-২, বারুইপুর, পদ্মপুকুর (বারুইপুর),
জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড-৭০০১৪৪,
পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেইল আইডি: agmr2.zos24p@sbi.co.in

পাবলিক নোটিশ

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিএসপি কোড ৩২২৯০৩১৮ (লিঙ্ক শাখা - মগরাহাট)-এর স্থায়ী বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ জনগণ এবং সমস্ত সম্মানিত গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **মগরাহাট** লিঙ্ক শাখার **(শাখা কোড: ১১৩৬২)** অধীনে পরিচালিত **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)** -এর কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি), **যার সিএসপি কোড: ৩২২৯০৩১৮**, সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এই সিএসপি-টি **আলাউদ্দিন সেখ**, পিতা- নিরুল্লাহ সেখের নামে নিবন্ধিত ও পরিচালিত হচ্ছিল, যার ঠিকানা: গ্রাম: শালিকা, পোঃ: অলিদা, থানা: মগরাহাট, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন: ৭৪৩৩৫৫। এই স্থায়ী বন্ধের প্রেক্ষিতে, এতদ্বারা জনগণকে এই নির্দিষ্ট সিএসপি আউটলেট বা ব্যক্তির মাধ্যমে আর কোনও ব্যাঙ্কিং লেনদেন, জমা বা তোলার কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তির পরে এই ঠিকানায় লেনদেনের চেষ্টা থেকে উদ্ভুত কোনো আর্থিক লেনদেন বা বিবাদের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** এবং এর অনুমোদিত বিজনেস ফ্যাসিলিটেটররা দায়ী থাকবে না। এই সিএসপি-র সাথে যুক্ত সমস্ত বর্তমান গ্রাহকদের ভবিষ্যতের সমস্ত ব্যাঙ্কিং প্রয়োজনের জন্য সরাসরি **এসবিআই মগরাহাট লিঙ্ক শাখায় (১১৩৬২)** যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২৪.০৮.২০২৬

দ্বারা রিজিওনাল ম্যানেজার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফের গ্রেপ্তার তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জমি জালিয়াতি, হুমকি, বন্দুক নিয়ে ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগে সপ্তাহ দেড়েক আগে গ্রেপ্তার হন উত্তম কুণ্ডু। ফের গ্রেপ্তার তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু। যদিও পরের দিনই জামিন পান। ফের তারকেশ্বর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। শনিবার রাতে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় উত্তম কুণ্ডুকে। রবিবার তাঁকে চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। কলকাতার এক ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১২ অগস্ট উত্তম কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীর থেকে তোলা আদায়, জমিয়ে হাতিয়ে নেওয়া এবং খুনের হুমকির অভিযোগে গত বুধবার কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হন তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে জামিনে মুক্তিও পেয়ে যান। তবে নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় তারকেশ্বর থানায়।

শনিবার রাতে কলকাতা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, আবার বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি গণেশ চক্রবর্তী তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রায়নার দুই কলেজের সভাপতি নিযুক্ত বিধায়ক সুভাষ পাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রায়না বিধানসভা এলাকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। শ্যামসুন্দর কলেজ এবং গোতান আচার্য সুকুমার সেন কলেজের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরিয়ে দেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। এই দায়িত্ব অর্পণের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিধায়ক সুভাষ পাত্র। তিনি বলেন, 'আমার উপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব। কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিকাঠামো এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব।' এই আনন্দে রায়না বিধানসভার তিন নম্বর মণ্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে শ্যামসুন্দর বিজেপি কার্যালয়ে বিধায়ক সুভাষ পাত্রকে সংবর্ধনা

দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি মানস দাঁ, বিধায়ক প্রতিনিধি গৌতম ব্যানার্জি, শ্যামসুন্দর অঞ্চলের একমাত্র বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য খোকন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। সংবর্ধনা গ্রহণ করে সুভাষ পাত্র বলেন, 'এই সম্মান আমাকে আগামী দিনে আরও বেশি কাজ করার শক্তি জোগাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কলেজগুলিতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি, পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি এবং বহিরাগতদের দাপাদাপি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সকলের সহযোগিতা নিয়ে কলেজ দুটিকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।' নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর রায়নার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিধায়কের এই উদ্যোগকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

জাতীয় সড়কে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বাইক ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড়ে তিন দুষ্কৃতীর তাণ্ডব, রিভলভার ঠেকিয়ে যুবকের পালসার লুট। রাতের অন্ধকারে ব্যস্ত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এক যুবকের মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, রিভলভার মাথায় ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে এক যুবকের পালসার মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় তিন দুষ্কৃতী। ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন দুর্গাপুরের স্টিল টাউনশিপের বাসিন্দা সঞ্জীব নায়েক। ইতিমধ্যেই রানিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ২১ অগস্ট শুক্রবার কর্মসূত্রে পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন সঞ্জীব নায়েক। দুর্গাপুরের বাড়ি থেকে পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে প্রথমে আসানসোলে পৌঁছন তিনি। এরপর বাইকটি আসানসোলে রেখে ট্রেনে করে পুরুলিয়ায় যান। কাজ শেষ করে রাতে আসানসোলে ফিরে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। অভিযোগ, রাত প্রায় ৯টা নাগাদ পাঞ্জাবি মোড় সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছতেই একটি মোটরসাইকেলে করে আসা তিন যুবক তাঁর পথ আটকায়। তিনজনেরই মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল বলে অভিযোগ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তাঁর মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে ভয় দেখানো হয়। প্রাণভয়ে কোনওরকম প্রতিরোধ করতে পারেননি সঞ্জীব। এরপর তাঁর পালসার মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুধু বোর্ডেই আটকে রাস্তার কাজ, একই ভোগান্তি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনের উদ্যোগে রাস্তার কাজের বোর্ড লাগানো হলেও বাস্তবে কাজের নাম গন্ধও নেই। এর জেরে বেহাল রাস্তার কারণে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। রবিবার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত উলকুণ্ডা সাকারী ২ নম্বর অঞ্চলে এমনটাই এক উদ্বেগজনক চিত্র সামনে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জেলা পরিষদের অনুমতিতে ওই এলাকায় একটি নতুন রাস্তা নির্মাণের কথা ঘোষণা করে একটি সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। বোর্ড লাগানোর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও বাস্তবে আজও মাটি বা ইঁটের একটি টুকরোও ফেলা হয়নি, শুরু হয়নি রাস্তা তৈরির কোনও প্রাথমিক কাজও। বেহাল ও খানাখন্দে ভরা এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন পথচারী ও সাইকেল-মোটরসাইকেল চালকরা। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং দ্রুত কাজের দাবিতে ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদ অফিসে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর একটাই প্রশ্ন বোর্ড তো টাঙানো হলো, কিন্তু রাস্তার প্রকৃত কাজ কবে শুরু হবে? সাধারণ মানুষের এই নিত্যদিনের কষ্ট দূর করতে দ্রুত জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় এলাকাবাসী।

দুর্গাপুরে বেঙ্গল প্রিমিয়ার ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের সিধু কানু ইনডোর স্টেডিয়ামে একদিনের বেঙ্গল প্রিমিয়ার ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর সূচনা হল। দুর্গাপুর ক্যারাটে একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। এই চ্যাম্পিয়নশিপের মূল লক্ষ্য দুর্গাপুরে ক্যারাটে-সহ বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন উদ্যম তৈরি করা এবং আগামী দিনে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য আরও বেশি সুযোগ ও উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা। আয়োজকদের দাবি, এই প্রতিযোগিতা সেই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক সমীর কুমার মণ্ডল। প্রাক্তন সেনাকর্মী ও প্রাক্তন এনএসজি সদস্য সমীরবাবু ষষ্ঠ ড্যান ব্ল্যাক বেল্টধারী। তাঁর উদ্যোগেই এই বড় মাপের ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬টি জেলা অংশগ্রহণ করেছে। অনূর্ধ্ব ৬ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সি প্রতিযোগীদের জন্য দুটি বিভাগে মোট ৬৬টি ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি চাকরিজীবী-সহ ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীরাও বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেছেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া

খেলোয়াড়দের পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ফলে এই প্রতিযোগিতা শুধু জয়-পরাজয়ের লড়াই নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রতিভাবান ক্যারাটে খেলোয়াড়দের জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। চ্যাম্পিয়নশিপে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইন্ডিয়া ক্যারাটে ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হানশী ভারত শর্মা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁর উপস্থিতি প্রতিযোগিতার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN : L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬
ই-মেইল : share.dept@bata.com | ওয়েবসাইট : www.bata.in

শেয়ার হস্তান্তরের জন্য স্পেশাল উইন্ডো

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুন করে জমা দেওয়ার / পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডোর সুবিধা প্রদান করেছে। এই স্পেশাল উইন্ডোটি গত **৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, এটি শুধুমাত্র সেই হস্তান্তরের অনুরোধগুলির জন্য যেখানে ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে শেয়ার হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হয়েছিল, তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট উপলব্ধ থাকতে হবে।** যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের হস্তান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার টু অ্যান ইস্যু অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), সি ১০১, এম্বাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিকরোলি (পশ্চিম), মুম্বই, মহারাষ্ট্র ৪০০০৮৩, ফোন নং +৯১ ৮১০৮১১৬৭৬৭-এর কাছে জমা দিতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই শেয়ারগুলি ট্রান্সফারির কাছে বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডেই ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন অবস্থায় থাকবে। উক্ত লক-ইন পিরিয়ডে এই সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর / লিয়েন-চিহ্নিত / বন্ধক রাখা যাবে না।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগাড়িয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২১ আগস্ট, ২০২৬

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, অফিস নং ১৪০৪, ১৪শ ফ্লোর সল্টলেক, সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০০৯১
ফোন : +৯১ ০৩৩ ৪০৫২ ৬০০০,
ইমেইল : uchakravarty@wpil.co.in ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুন করে জমা দেওয়ার/ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য স্পেশাল উইন্ডো

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026- MIRSD-PoD/1/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুন করে জমা দেওয়ার/পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডোর সুবিধা প্রদান করেছে। এই স্পেশাল উইন্ডোটি গত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, এটি শুধুমাত্র সেই হস্তান্তরের অনুরোধগুলির জন্য যেখানে ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হয়েছিল, তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট উপলব্ধ থাকতে হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের হস্তান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেক গার্ডেন্স, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৪৫-এর কাছে জমা দিতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই শেয়ারগুলি ট্রান্সফারির কাছে বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডেই ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে। উক্ত লক-ইন পিরিয়ডে এই সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর/লিয়েন-চিহ্নিত / বন্ধক রাখা যাবে না।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিন্যান্স) ও কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০২৬

আমলাশোল থেকে বদলের বার্তা

মানব সিংলার নেতৃত্বে জঙ্গলমহলে পুলিশের নতুন পরিচয়, আস্থা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: একটা খ াটিয়া, চারপাশে ঝুম বৃষ্টি, দূরে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়। পাশেই ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত। এমন পরিবেশে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামার মুখে এলাকার মানুষের সঙ্গে বসে তাঁদের কথা শুনছেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা (আইপিএস)। কোনও আনুষ্ঠানিক সভা নয়, নেই মঞ্চ বা মাইক্রোফোন। একেবারে সাধারণ মানুষের পাশে বসেই তাঁদের সমস্যা জানতে চাইলেন তিনি। আর সেখানেই সামনে এল এলাকার পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। আমলাশোলের বাসিন্দাদের দাবি, স্কুলের সময় শেষ হওয়ার পর শিশুদের পড়াশোনার জন্য এলাকায় একটি পঠন-পাঠন কেন্দ্র প্রয়োজন। মানুষের মুখ থেকে সেই দাবি শোনার পরই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেন পুলিশ সুপার। প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের পড়াশোনার সুযোগ তৈরি করতে সেখানে পঠন-পাঠন কেন্দ্র চালুর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন তিনি। আমলাশোলের এই ঘটনাকে শুধু একটি স্থানীয় সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ হিসেবে দেখলে ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ, যে এলাকায় এই ঘটনা, সেই সীমান্তবর্তী জঙ্গল-পাহাড় একসময় মাওবাদী আতঙ্কের অন্যতম পরিচিত অঞ্চল ছিল। এখনও সীমান্তবর্তী জঙ্গল এলাকায় মাওবাদী গতিবিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ইনপুট রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে পরিস্থিতি। পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক ও আস্থা এখন অনেকটাই দৃঢ়। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলেই মনে করছে প্রশাসন। এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের নানা উদ্যোগ। মাওবাদী পর্বে জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকায় আতঙ্ক ছিল নিত্যসঙ্গী। ২০০৬ সালে বর্তমান পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার উদ্যোগে 'সংকল্প' শিক্ষাকেন্দ্র শুরু করার সময় মাওবাদীদের ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছিল। সেই কঠিন সময়ের শিক্ষার উদ্যোগ আজ নতুনভাবে আরও প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলার কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব কমানো। সাঁকরাইলের বন্যাকবলিত এলাকায় জেলাশাসক ডা. আকাঙ্খা ভাস্করের সঙ্গে গিয়ে মাটিতে বসে মানুষের অভিযোগ শোনা থেকে শুরু করে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সহায়তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেছে জেলা পুলিশ। মাওবাদী পরবর্তী সময়ে

জঙ্গলমহলের সামনে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়। বেআইনি বালি কারবার, মাদক ব্যবসা, জমির বেআইনি কারবারের মতো নানা অপরাধে যুবসমাজের একাংশকে ব্যবহার করার অভিযোগ সামনে আসে। সেই জায়গায় শুধু অপরাধ দমন নয়, যুবকদের বিকল্প ভবিষ্যৎ তৈরির উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ক্যাম্পাসে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শুরু হয়েছে 'লক্ষ্যভেদ' কর্মসূচি। এএসপি, ডিএসপি, আইসি-সহ পুলিশ আধিকারিকরা সেখানে ক্লাস নিচ্ছেন। পুলিশ সুপার মানব সিংলাও নিজে ক্লাস নেন। জেলার বিভিন্ন থানার অধীনেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশুদের পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত রাখতে শিক্ষিত সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় শুরু হয়েছে 'দিশা' কোচিং সেন্টার। থানার আইসিরাও সেখ ানে গিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। পাশাপাশি খে লাধুলা ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুবকদের যুক্ত রাখতে 'সিভিক অ্যাকশন' কর্মসূচির মাধ্যমে নানা ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য, শিশু-কিশোর ও যুবসমাজকে নেশা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রেখে ইতিবাচক পথে এগিয়ে দেওয়া। তবে মানুষের পাশে থাকার এই মানবিক উদ্যোগের পাশাপাশি অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানও নিয়েছে জেলা পুলিশ। মাদক কারবারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান, বেআইনি বালি কারবার রুখতে এএসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নেতৃত্বে দিন-রাত নজরদারি ও সারপ্রাইজ অপারেশন এবং বেআইনি জমি কারবারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, সব ক্ষেত্রেই কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। পুলিশের দাবি, বেআইনি বালি কারবার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর ফলে সরকারি রাজস্ব আদায়েও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মাদক, বালি ও জমির বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযানের ফলে ঝাড়গ্রাম শহর থেকে জেলার প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত অপরাধ ও লুম্পেনিজম নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলেও দাবি প্রশাসনের। সব মিলিয়ে মানব সিংলার নেতৃত্বে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের কাজের ধরন এখন শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষা, যুবসমাজ, খে লাধুলা, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ; সবকিছুকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তাই আমলাশোলের সেই বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যার ছবি আলাদা করে নজর কাড়ছে। ঝাড়খণ্ড সীমান্তের জঙ্গল-পাহাড় ঘেরা এলাকায় একটি সাধারণ খাটিয়ায় বসে পুলিশ সুপার যখন মানুষের কথা শুনছেন, তখন সেই দৃশ্য যেন জঙ্গলমহলে পুলিশের বদলে যাওয়া ভূমিকারই প্রতিচ্ছবি। একসময় যে জঙ্গলমহলে পুলিশের উপস্থিতি মানেই ছিল নিরাপত্তা অভিযান, আজ সেই জঙ্গলমহলেই পুলিশ মানুষের পাশে বসছে, তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করছে, যুবকদের ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ তৈরি করছে এবং একই সঙ্গে অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর হাতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। মানবিকতা ও কঠোরতার এই সমন্বয়েই জঙ্গলমহলে পুলিশের নতুন পরিচয় তৈরি হচ্ছে।

SKIPPER
স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩-২২৮৯৫৭৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৯৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

কোম্পানি কর্তৃক বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের সংশোধনী

প্রতি,
স্কিপার লিমিটেড-এর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ

স্কিপার লিমিটেড ("কোম্পানি") গত ১৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস (সমস্ত সংস্করণ) এবং ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে একদিন (বাংলা সংস্করণ)-এ কোম্পানির ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল, যা শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কে অবহিত করে, যা আগামী মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিডিও মাধ্যম (ভিসি/ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত সংবাদপত্রের প্রকাশনাগুলিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে এই সংশোধনীটি জারি করা হচ্ছে :

১৭ আগস্ট, ২০২৬ এবং ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের প্রকাশনার প্যারা - এফ সংশোধন করা হয়েছে এবং এটি নিম্নরূপ পড়া হবে :

এফ. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে। যে সদস্যদের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **মঙ্গলবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে রেজিস্টার অফ মেম্বারস/বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় উপস্থিত থাকবে, তারা ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন। একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশন(গুলি)-এর ওপর ভোট(গুলি) দেওয়া হয়ে গেলে, তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯টায় আইএসটি) শুরু হবে এবং সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫টায় আইএসটি) শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫টায় আইএসটি) নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে ব্যক্তি **কাট-অফ তারিখ, মঙ্গলবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে সদস্য নন, তাঁর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

এই সংশোধনীটি যথাক্রমে ১৭ আগস্ট, ২০২৬ এবং ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের উক্ত প্রকাশনাগুলির ধারাবাহিকতায় এবং এর সাথে একত্রে পড়া হবে। এই সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত/পরিবর্তিত অংশ ব্যতীত উক্ত বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে।

সংশোধনীটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর www.nseindia.com-এও উপলব্ধ হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৬

দুর্ভোগে সীমান্তবর্তী গ্রাম তালতলার ২৪টি পরিবার

পরিদর্শনে হবিবপুরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারে দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস ধুমধাম করে পালিত হয়েছে। আর এই স্বাধীনতা দিবস ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে থেকেও পালন করেছেন ২৪টি পরিবারের শতাধিক বাসিন্দারা। কিন্তু এখন তাঁদের জীবন কার্যত দুর্বিঃসহ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলা এলাকাটি রয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের ভারতীয় ভূখণ্ডে। আর এই এলাকার মাঝেই রয়েছে পুনর্ভবা ছোট্ট নদী। ওপারে বাংলাদেশ সীমান্ত। ফলে একদিকে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীদের অত্যাচার, অপরদিকে বিএসএফের নির্দিষ্ট সময় ধরে চলাফেরা করতে গিয়েই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তালতলা এলাকার প্রায় ২৪টি পরিবার। এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে রবিবার সীমান্তবর্তী ওই এলাকায় পরিদর্শনে

যান হবিবপুরের বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু। তিনি কথা বলেন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুর বিধানসভার অন্তর্গত বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলা গ্রামের একদিকে ভারত, অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার আদাতলা গ্রাম রয়েছে। পুনর্ভবা নদী এই এলাকায় দুই দেশের প্রাকৃতিক সীমারেখা বা জিরো লাইন হিসেবে কাজ করছে। নদীর এক প্রান্তে যেমন বাংলাদেশ। ঠিক আরেক প্রান্তে রয়েছে মালদার বামনগোলা থানার তালতলা গ্রাম। সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা ২৪টি পরিবারের অভিযোগ, নির্দিষ্ট সময় মেনে বিএসএফকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাঁদের যাতায়াত করতে হয়। দিনে দু'-তিনবার যাতায়াত করলেও রাতের সময়ে অসুস্থতা বা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে চরম সমস্যায় পড়তে হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসী সুভাষ গোলদার, বিকাশ মণ্ডল, রাজীব মণ্ডলদের অভিযোগ, পুনর্ভবা নদীর এই অংশে সীমান্তের অন্যতম চিহ্ন হওয়ায় মাঝেমধ্যেই আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। তাঁদের দাবি, ওপার থেকে দুষ্কৃতীরা নদী পেরিয়ে এসে গবাদি পশু নিয়ে চলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। ফলে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে তাঁদের পুনর্বাসনের দাবিতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ভারতীয় নাগরিক হয়েও যদি নিজের দেশের মূল ভূখণ্ডে অবাধে বসবাস করতে না পারেন, তাহলে স্বাধীনতার সুফল তাঁরা কীভাবে পাবেন। এদিন এই পরিস্থিতিতে তালতলা গ্রামে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের সেচ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক জোয়েল মুর্মু। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং ৮৮ নম্বর তালতলা বিওপির বিএসএফ আধিকারিকেরা। গ্রামবাসীরা মন্ত্রীর কাছে হাতজোড় করে আবেদন করেন, কাঁটাতারের বেড়ার এপারে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। তাঁদের দাবি, সন্তানদের পড়াশোনা, চিকিৎসা, জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াত সব ক্ষেত্রেই বেড়ার ওপারে থাকার কারণে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন, তিনি সীমান্তবর্তী ওই এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছেন। বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে। ২৪টি পরিবারকে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে এনে পুনর্বাসন দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়েও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

যাদবপুরে বামপন্থীদের যা খুশি করতে দেওয়া যাবে না: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই-এবিভিপির সংঘর্ষের ঘটনায় বামপন্থীদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বামপন্থীরা নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি ভেবে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছেন। এই ধরনের ঘটনা আর চলতে দেওয়া যাবে না।' রবিবার খড়্গপুরের একটি হোটেলে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। পুলিশ সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের

ঘটনা আগেও দেখা গিয়েছে। তাঁর দাবি, 'বামপন্থীরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করে এসেছে এবং সেখানে নিজেদের ইচ্ছামতো কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করে।' তিনি আরও বলেন, 'আপনি বামপন্থী হন, কোনও অসুবিধা নেই। তাই বলে অন্যকে তার আদর্শ পালন করতে দেবেন না, সরস্বতী পুজো করতে দেবেন না, এটা হতে পারে না।' তাঁর অভিযোগ, 'একদিকে ইফতার পার্টি নিয়ে আপত্তি নেই, অথচ রামপুজো করতে গেলে বিরোধিতা করা হয়। এই ধরনের দ্বিচারিতা চলতে পারে না।' সুকান্তর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রত্যেকের নিজের মতাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাস পালনের অধিকার থাকা উচিত। কোনও একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব খাটিয়ে অন্যদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

গাছ কাটা ঘিরে উত্তেজনা!

গোঘাটে তৃণমূল প্রধানের 'স্বপ্ননীড়'-এ ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গাছ কাটার মদতের অভিযোগে তৃণমূলের প্রধানের পেল্লাই বাড়ি ভাঙচুর। প্রধানের 'স্বপ্ননীড়' ভেঙে খানখান। এবারের ঘটনা গোঘাটের কুমুড়শা পঞ্চায়েত এলাকা। তৃণমূল প্রধান রবীন দে-এর বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন। কাটা গাছগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে গোঘাট থানার পুলিশ। সরকারি জায়গায় গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি 'স্বপ্ননীড়'-এ ভাঙচুরের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পুলিশ। গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোঘাটের কুমুড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের কানপুর এলাকা। সরকারি জায়গায় গাছ কাটার অভিযোগ ঘিরে একদিকে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। অন্যদিকে, গাছ কাটার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে। এরই মধ্যে উত্তেজনার পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি 'স্বপ্ননীড়'-এ ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কানপুর এলাকায় সরকারি জায়গায় গাছ কাটার ঘটনা সামনে আসে। গাছ কাটার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে গোঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়েরের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, গাছ কাটার সময় কুমুড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ

দে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অথচ পরবর্তীতে গাছ কাটার ঘটনায় শনিবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করায় প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই রবিবার সকালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীদের একাংশ পঞ্চায়েত প্রধানকে খোর্দ্দা কানপুর শিবতলা এলাকায় তুলে নিয়ে আসেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে, গাছ কাটার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্র নাথ দে। তাঁর দাবি, এলাকায় বর্তমানে বনসৃজনের কাজ চলছে। গাছ কাটার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই এবং এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। উল্টে তাঁর অভিযোগ, একদল গ্রামবাসী জোর করে তাঁর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি তাঁকে মারধর করেছে। প্রধানের এই অভিযোগও মানতে নারাজ গ্রামবাসীদের একাংশ।

আবাসের নামে তোলা আদায়, ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সরকারি আবাস পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া, প্রতিবাদ করায় মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেওয়া এবং মোটা টাকা জরিমানা নিয়ে থাকতে দেওয়ার অভিযোগে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন এক ব্লক সভাপতিকে গ্রেপ্তার করে রবিবার বাঁকুড়া আদালতে তোলা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মেজিয়া ব্লকের জেমুয়া গ্রামের বাসিন্দা করুণাময় পাল নামের এক বাসিন্দাকে সরকারি আবাস পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এই তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় তাকে বেধড়ক মারধর করে ঘরছাড়া করা হয়। অবশেষে ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিনিময়ে ঘরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। এই ভয়ঙ্কর অভিযোগে আইএনটিটিইউসির বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি বিপত্তারণ গড়াইকে গ্রেপ্তার করে মেজিয়া থানার পুলিশ। মেজিয়া থানার পুলিশ ও বাঁকুড়া জেলা আদালত সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি মেজিয়ার জেমুয়া গ্রামের বাসিন্দা করুণাময় পাল স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে, গত ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে তাকে সরকারি আবাস প্রকল্পের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা তোলা নেয় তৎকালীন আইএনটিটিইউসির মেজিয়া ব্লকের সভাপতি বিপত্তারণ গড়াই। পরে তিনি জানতে পারেন গ্রামের আরও বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে একই ভাবে তোলা আদায় করেছে ওই শ্রমিক নেতা। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় সেই সময় বিপত্তারণের নেতৃত্বে তাকে মারধর করে ঘর ও গ্রাম ছাড়া করা হয়। পরে ফের তৃণমূলের ওই শ্রমিক নেতাকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে গ্রামে ফিরতে পারেন তিনি। মেজিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই শনিবার রাতে মেজিয়া থানার পুলিশ বিপত্তারণকে গ্রেপ্তার করে। যদিও, ধৃতের দাবি রাজনৈতিক কারণে তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে।

অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা প্রাপ্তির আশায় পুজো, মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে যেখানে বিক্ষোভের ছবি সামনে আসছে, সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না-১ ব্লকের জামালপুর বিধানসভার উচিতপুর এলাকায়। রবিবার বিষহরি মায়ের পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এলাকার মহিলারা। এরপর তাঁরা মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং অন্নপূর্ণা যোজনা সফলভাবে চালু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন জামালপুর বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলের সভানেত্রী ডালু ধাড়া। তিনি জানান, যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা পাননি, তাঁদের জন্য আগামী সোমবার থেকে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা (সার্ভে) শুরু হবে। সমীক্ষার ভিত্তিতে খুব দ্রুত সমস্ত যোগ্য উপভোক্তাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ডালু ধাড়া বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেই কথা রেখেছেন। যাঁরা এখনও ভাতা পাননি, তাঁরাও খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।' উচিতপুরের এই কর্মসূচি রাজ্যের অন্যান্য জায়গার প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আবহে এক ব্যতিক্রমী ছবি তুলে ধরেছে। স্থানীয় মহিলাদের বক্তব্য, তাঁরা সরকারের উদ্যোগের প্রতি আস্থা রেখে সকল উপভোক্তার দ্রুত ভাতা প্রাপ্তির আশা করছেন।

আটক সরকারি চালবোঝাই ট্রাক, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: পাচারের আগেই সরকারি চাল ভর্তি ট্রাক আটক করল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত ৩২০ ক্যুইন্টালের বেশি চাল। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তরের লোগো দেওয়া বিপুল পরিমাণ চাল ভিনরাজ্যে পাচারের আগেই চালবোঝাই ট্রাক আটক করল হাড়োয়া থানার পুলিশ। ঘটনায় ট্রাকচালক ও গোডাউন মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬৪০ বস্তা চাল, যার মধ্যে ২১০ বস্তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো রয়েছে। উদ্ধার হওয়া চালের পরিমাণ ৩২০ ক্যুইন্টালেরও বেশি বলে পুলিশ ও খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের হাড়োয়া থানার অন্তর্গত বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাজমপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো দেওয়া চাল পাচারের অভিযোগ পাচ্ছিল হাড়োয়া থানার পুলিশ। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার পুলিশ মাজমপুর এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুলিশ দেখতে পায়, অন্ধ্রপ্রদেশের নম্বরযুক্ত একটি ট্রাকে বিপুল পরিমাণ চালের বস্তা তোলা হচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ট্রাকটি আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তদন্তে পুলিশ আরও একটি গোডাউনের সন্ধান পায়। সেখানে বিপুল পরিমাণ চাল মজুত ছিল। খবর দেওয়া হয় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালের বস্তাগুলি পরীক্ষা করেন এবং ৬৪০ বস্তা চাল বাজেয়াপ্ত করেন। এর মধ্যে ২১০ বস্তা চালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তরের লোগো রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় ট্রাকচালক ও গোডাউন মালিককে গ্রেপ্তার করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। সরকারি চাল কীভাবে গোডাউনে এল, কোথাথেকে এই চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং ভিনরাজ্যে পাচারের নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারি রেশন ব্যবস্থার চাল নিয়ে বড়সড় কালোবাজারি চক্রের যোগ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ ও খাদ্য দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির প্রদেশ মেম্বার সুশেন বৈদ্য জানান, 'তৃণমূল জামানায় এই পাচার চলতো। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় পুলিশ প্রশাসন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করায় এই বিপুল পরিমান চাল উদ্ধার করা গেছে। আমরা দলগতভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। রাজ্যে অন্যায়ভাবে আর কোনও কাজ করা যাবে না।'

বামনগাছিতে ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬' অনুষ্ঠিত হল বামনগাছির ছোট জাগুলিয়াতে। ভারতীয় জনতা পার্টির বারাসাত ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে শনিবার এই ১৬ দলের দিবা-রাত্রী নক আউট ফুটবল আয়োজন করা হয়। শনি ও রবি

এই দুই দিনব্যাপী এই ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ফুটবল প্রেমীদের উৎসাহিত করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দার, বারাসাত ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি স্বরূপ সাহা, হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল, বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া, বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা কাশেম আলি-সহ অন্যান্যরা। এদিন উদ্যোক্তাদের অন্যতম স্বরূপ সাহা জানান, 'খেলাধুলার মাধ্যেমে যুব সমাজকে আরও উৎসাহিত করতে এবং মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটাই শ্যামাপ্রসাদের বাংলা। আগামী দিনেও নানান উদ্যোগ নিয়ে মানুষদের সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে চাই।'

দ্বারকেশ্বর নদীতে ভেসে উঠল সদ্যোজাতর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদীতে ভেসে যেতে দেখা গেল সদ্যোজাত এক শিশুর নিথর দেহ। ঘটনাটি নজরে আসে খিরায়বনি গ্রাম সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। বেশ কিছুটা দূর যাওয়ার পর স্থানীয়রা শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করেন। ঘটনার খবর পৌঁছয় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে জয়পুর থানার পুলিশ, ঘটনাস্থলে ভিড় জমান গ্রামের বহু মানুষজন। তবে সদ্যোজাত শিশুটির দেহ কীভাবে দ্বারকেশ্বর নদীতে এল, কিংবা এর পিছনে কোনও ঘটনা রয়েছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শিশুটির পরিচয় এবং নদীতে তার দেহ ভেসে আসার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বৃদ্ধের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাড়ির মধ্যে বৃদ্ধের ঝুলন্ত পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে উঠেছে চাঞ্চল্য। একই বাড়িতে থাকেন বৃদ্ধ এবং তার ছেলের পরিবার, কিন্তু বাবার মৃত্যুর খবর ছেলে কাউকে জানালো না বা পুলিশকেও জানালো না, কেন? এলাকার মানুষ বৃদ্ধর ঘরের সামনে গিয়ে দুর্গন্ধ এবং মাছি দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে দরজা খুলে দেহ উদ্ধার করে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সত্যজিৎ ঘোষ, বয়স ৭০ বছর। বাড়ি বসিরহাট থানার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাছারিপাড়া এলাকায়। এলাকার মানুষ কয়েকদিন ধরে বৃদ্ধ সত্যজিৎ ঘোষকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তার ছেলের কাছে খোঁজ নিলে ছেলে ও সঠিক উত্তর দিচ্ছে না। এরপর রবিবার এলাকার কয়েকজন সত্যজিৎ ঘোষের বাড়িতে যায় এবং সে যে ঘরে থাকতো সেই ঘরের সামনে গিয়ে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ,দুর্গন্ধ বেরহচ্ছে এবং মাছি উড়ছে দরজার সামনে। তাই দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে বাথরুমের মধ্যে পচাগলা দেহ ঝুলছে, দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। আর এই বিষয়ে তার ছেলে প্রকাশ ঘোষ কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ। তার এড়িয়ে যাওয়াতে সন্দেহ দানা বাঁধছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

ঘাটালে জোড়া মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুর রবিবার সকালে ঘাটাল থানার সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কামদেবপুর গ্রামে মন্দিরে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে গ্রামের ঘোষপাড়ার দুটি মন্দিরে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। এলাকার দেশের শিব মন্দির এবং তারক ঘোষালের কালী মন্দির থেকে বেশ কিছু পুজোর সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পিতলের গামলা, জয় ঘণ্টা এবং পুজোর কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু বাসনপত্র। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দিরে গেলে বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। গ্রামের প্রাচীন দুটি মন্দিরে এমন চুরির ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে আরামবাগ জুড়ে ঝুলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে রীতি মেনে ঝুলন উৎসব পালন আরামবাগে। রাধা ও কৃষ্ণের লীলা হল ঝুলনযাত্রা। এদিন নবদ্বীপ, মায়াপুর, মথুরা, বৃন্দাবন-সহ গোটা দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে এই উৎসব। মথুরা-বৃন্দাবনের মতো বাংলার ঝুলন উৎসবের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সেই মতো এদিন আরামবাগ মহকুমা জুড়ে মর্যাদার সঙ্গে রীতি মেনে ঝুলন যাত্রার পুজোপাঠ হয়। শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ দোলনায় স্থাপন করে হরেক আচার অনুষ্ঠান উৎসব নয়। পাশাপাশি জড়িয়ে আছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। শ্রাবণের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে এই উৎসব। জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার অভিজাত পরিবারগুলোর মন্দির ও আরামবাগের গৌরহাটি রামকৃষ্ণ মঠ, গোঘাটের পূর্ব অমরপুর ও ধুলেপুরে ঝুলন যাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোপাঠ হয়। তবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছোটদের ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ হারিয়ে যায়নি। আজও অমলিন নানা ধরনের মাটির পুতুল, কাঠের দোলনা আর গাছপালা দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ। এই বিষয়ে গোঘাটের ধুলেপুরের ঝুলন যাত্রা কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য অধিকারী জানান, রীতি মেনে এদিন ঝুলন যাত্রার সূচনা হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সদস্য এই উৎসবে সামিল হয়েছে। রীতি অনুযায়ী চার পাঁচ দিন ধরেই ঝুলন যাত্রা পালন করা হবে। গ্রামের মানুষের সহযোগিতাতেই ধুলেপুর গ্রামে এই উৎসব হচ্ছে। অপররদিকে গোঘাটের পূর্ব অমরপুরের এদিন ঝুলন উৎসবের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের

বিধায়ক প্রশান্ত দিগার, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ ও উৎসব কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই বিষয়ে পূর্ব অমরপুরের ঝুলন উৎসব কমিটির সদস্য প্রদীপ রায় জানান, 'গ্রামের সকল মানুষ আমাদের এই উৎসব সামিল হয়েছেন। সমাজের কল্যাণের জন্য বিশেষ পুজো চলে।'

'অরণ্য সুন্দরী' ঝাড়গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা, উদ্যোগ

সৌজন্যে ঝাড়গ্রাম হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

অরূপ ঘোষ

ঝাড়গ্রাম: শাল-মহুয়ার সবুজ অরণ্যে ঘেরা 'অরণ্য সুন্দরী' ঝাড়গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সবুজের সমারোহে পরিচিত এই শহরকে আরও সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে পথে নামল ঝাড়গ্রাম শহরের হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার সংগঠনের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে সাফাই অভিযান চালানো হয়। বিশেষ করে বর্ষার মরসুমে বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা আবর্জনা, প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য থেকে যাতে দুর্গন্ধ, মশা-মাছির উপদ্রব এবং জল জমার সমস্যা না তৈরি হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ

বলে সংগঠনের সদস্যরা জানান। হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন অংশে সদস্যরা নিজেরাই সাফাই কাজে অংশ নেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বার্তা দেন। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। ফলে হাসপাতাল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই সংগঠনের সদস্যরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর আগেও ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। সংগঠনের সদস্যদের বক্তব্য, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শুধু প্রশাসন বা পুরসভার নয়, প্রতিটি নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে। নিজেদের এলাকা পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি অন্যদেরও সচেতন করতে হবে। হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মানস পাত্র বলেন, 'বৃষ্টির মরসুমে বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে থাকলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মশা-মাছির উপদ্রব ও জল জমার সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই বৃষ্টির সময় জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করার পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। শাল-মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা ঝাড়গ্রামকে আমরা 'অরণ্য সুন্দরী' বলে গর্ব করি। এই সৌন্দর্য ও পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে এলে ঝাড়গ্রাম আরও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে।' সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় পর্যায়ক্রমে এই ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার জন্য সচেতন করা হবে। 'অরণ্য সুন্দরী' ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

আগামী ৭-৮ দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট: আগামী ৭-৮ দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লি-এনসিআরেও আগামী দু'দিন হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)।

রবিবার আইএমডি জানিয়েছে, সোমবার সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে দিল্লির কয়েকটি এলাকায় খুব হালকা থেকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩-৩৫ ডিগ্রি এবং ২৪-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার দুপুরেও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপের প্রভাবে ২৪ থেকে ২৬ অগস্ট ওড়িশায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে ২৪ থেকে ২৭ অগস্ট ঝাড়খণ্ড ও বিহারের কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে আগামী পাঁচ দিনে কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্য ভারত, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভেও আগামী ৭-৮ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশে আগামী তিন দিন বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে।

পূর্ব ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, উপ-হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে ২৪ থেকে ২৯ আগস্ট বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিহারে ২৫ ও ২৬ আগস্ট বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকাতেও আগামী ৭-৮ দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ উপদ্বীপ এলাকাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় ওড়িশায় ৩০ মিমি, ত্রিপুরায় ২১ সেন্টিমিটার এবং হরিয়ানায় ১২-২০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব রাজস্থান, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, মধ্য মহারাষ্ট্র, অসম, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটকের অভ্যন্তরীণ এলাকায় ৭-১১ মিমি পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে।

ওড়িশা উপকূলের কাছে বঙ্গোপসাগরে ডুবল পণ্যবাহী জাহাজ, নিখোঁজ ২২

নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট: ওড়িশার পারাদ্বীপ উপকূল থেকে প্রায় ২৪০ নটিক্যাল মাইল (৪৪৪ কিলোমিটার) দূরে বঙ্গোপসাগরে শনিবার পানামার পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ 'এমভি ওশান উইনার' ডুবে গেল। জাহাজটিতে ২৪ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২০ জন চিনের, তিন জন মায়ানমারের এবং এক জন বাংলাদেশের নাগরিক। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এখনও পর্যন্ত দু'জনকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে। বাকি ২২ জনের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

পারাদ্বীপ বন্দর থেকে ১,৭০০ টন লৌহ আকরিক নিয়ে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল জাহাজটি। ২০ আগস্ট রাতে যাত্রা শুরু করার পর সমুদ্রে এগিয়ে যাওয়ার সময় জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও নৌবাহিনী যৌথ ভাবে উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান শুরু করে। শ্রী বিজয়পুরম (পূর্বতন পোর্ট ব্লেয়ার) থেকে দু'টি জাহাজ ঘটনাস্থলের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। আশপাশে থাকা অন্য জাহাজগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল 'এক্স'-এ জানান, ঘটনায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সমস্ত সংস্থা সমন্বয় করে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। দু'জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

পারাদ্বীপ বন্দর কর্তৃপক্ষের ডেপুটি কনজারভেটর ক্যাপ্টেন অলেখা চরণ সাহু সাংবাদিকদের বলেন, জাহাজে থাকা প্রত্যেকের নিরাপত্তার বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী। তবে জাহাজটি কী কারণে ডুবে গেল, তা এখনও জানা যায়নি।

TENDER NOTICE

The building Contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with Eight No. of Flats of Naba Bitan Co-Op Housing Society Ltd., having its plot at plot No. AA-IIIB/736 New Town, Kol.
The Last Date of submission of the quotation within 15 days from the date of publication. The selection process is the discretionary part of the Society.

Sd/- Secretary
Address: F/H-18/3, Jyangra, Swamiji Pally, Baguiati, Kol-700059
Ph. no. : 9830398667

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SDB Quotation Notice Corrigendum
eNIQ No.-WBSDB/EE/CED-III/ NIQ-07(e)/2026-27
Vide Memo No.: 510/EE/CED-III/ NIQ-07/2026, Dated : - 07/08/2026
1st Corrigendum has been accorded due to date extended. Please see the website **https://wbtenders.gov.in** Bid submission end date : 01.09.2026 at 11:00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Civil Engineering Division No-III, Sundarban Development Board.
ICA- T16075(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
e- Tender No. 01/DCF/URF/2026-27
The undersigned invites e-Tender from eligible contractors/suppliers for Landscaping and Beautification works at Lok Bhavan under Eden Garden Range of URF Division. Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in** Sd/- DCF/URF Division.
ICA- T16061(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/FAWS-I/T-06 of 2026-27
Online **percentage rated** e-tender is invited by the Executive Engineer (E&M)/FAWS-I, E&M Sector, KMDA, 19, G. T. Rd, HIT Building (3rd Floor), Howrah-711101, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money deposit, Time of completion,** Supply, delivery & installation of Three (03) no 15 HP submersible Pump motor set at Andul Rajbari, Dargatola Thana Road and Panchpra Govt. land P/H along with allied E-M works under FAWS-1 scheme., Rs.3,93,300.85, Rs.8,100/-, 15 days, **Last date & time of Online Tender submission:** 07.09.2026, 12PM., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-437)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T16064(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/ DIV-III/Circle III(BSUP)/NIT-11/2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-III, Circle III(BSUP), Housing Sector, KMDA, 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Strengthening of public heal measures for the Housing Scheme Nos. BRS-X, BRS-XI, SIH-IV & IV(S) and MMD under DIV-III, KIT Wings, Housing Sector, KMDA for a period of 6 (six) months., Rs.1,98,730/- (Including GST & LWC), Rs.3,980/-, 06 months, **Last date & time of Online Bidsubmission:** 01.09.2026, Time: 14.00 hrs.,for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-436)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T16063(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. SE(FAWS)/W&S/KMDA/ T-02 of 2026-27
e-Tender is invited by the Superintending Engineer (FAWS), W&S Sector, KMDA, 6th Floor, Unnayan Bhawan, Salt Lake, Kolkata-700091, from eligible and resourceful contactors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Providing online assistance for O&M work of FAWS area Water Supply and house connection work with other IT related ancillary work under W&S Sector, KMDA.", for a period of 6(Six) Months., Rs.9,50,400/-, Rs.19,010/-, 06 months from the issuance of work order, **Last date & time of online Bid submission:** 28.09.2026 (Evening 06.30 PM)., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-443)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T16081(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-NIT
NO.: WBIW/SDO/C.C/CD/e-NIT-02(e)/ 2026-27
Online tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafide contractors having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (five) years, for single no. of works amounting Rs. 1.79 Lac for Geotechnical investigation in connection with "Eviction including dismantling of one Pucca structure and removal of rubbish from the Govt. Plot on right bank of Kestopur Khal in Mouza Krishnapur, Block- Rajarhat, District-North 24 Parganas under Canals Division during the year 2026-2027." Other details may be obtained from the departmental website **www.wbiwd.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** (direct site). Last date of submission of e-bid online is 31.08.2026 up to 11:00 Hrs. Sd/- Sub-Divisional Officer, Calcutta Canals Sub-Division.
ICA- T16072(1)/2026

দক্ষিণ মুম্বইয়ে গণেশ মূর্তি পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত্যু দু'জনের

মুম্বই, ২৩ অগস্ট: মুম্বইয়ে গণপতি বাপ্পার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রার সময় বিপত্তি! শনিবার রাতে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ভূলেশ্বর এলাকায় গণেশমূর্তি শোভাযাত্রা করে মণ্ডপে নিয়ে আসার সময়ে বিশাল মূর্তি বহনকারী কাঠামো হঠাৎ উল্টে পড়ে। তার নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দুই জনের। আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন, তাঁদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে।

শনিবার রাত প্রায় ৯.৫১ মিনিট নাগাদ ভূলেশ্বরের জয় আম্বে চৌকের কাছে কবুতরখানা এলাকায় বালারাম মার্চেন্ট রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেখানে 'ভূলেশ্বরচা রাজা' নামে পরিচিত বিশাল গণেশমূর্তির আগমন উপলক্ষে শোভাযাত্রা চলছিল। সেই সময়ে মূর্তি বহনকারী কাঠামোটি আচমকা ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে যায় এবং ভিড়ের মধ্যে থাকা মানুষের উপর পড়ে। মূর্তিটির উচ্চতা ২২ ফুটেরও বেশি বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত দুই জনের নাম সঙ্কেত নেভশে (৩৩) এবং ব্রিজেশ হেমন্ত যোশী (৩০)। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বৈভব, পবন চৌরাসিয়া এবং কুণাল কাশিদ।

ইসরোর কাজের চাপ কমেনি, পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে: গজেন্দ্র শেখাওয়াত

আমদাবাদ, ২৩ অগস্ট: ইসরোর কাজের চাপ কমেনি; বরং পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তৃতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, চন্দ্রযান অভিযানের সাফল্য এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে, ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে;অর্থাৎ 'শিব শক্তি পয়েন্ট'-এ;পা রাখার দিনটিকে 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' হিসেবে পালন করছে। আহমেদাবাদের অ্যাপ্লিকেশনস 'স্পেস সেন্টার'-এর উদ্যোগে এখানে ভারতের তৃতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মহাকাশ বিজ্ঞান ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ভারতের জন্য অপার সম্ভাবনার সুযোগ উন্মোচন করেছে। শেখাওয়াত আরও বলেন, ইসরোর কাজের চাপ কমেনি; বরং এর কর্মক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ, পেলোড প্রস্তুত এবং উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মতো কাজগুলোতে প্রয়োজনীয় সময় নাটকীয়ভাবে কমে এসেছে এবং এখন অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনীতে সোয়াইন ফ্লুতে মহিলার মৃত্যু, অসুস্থ দু'জন

উজ্জয়িনী, ২৩ অগস্ট: মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনীতে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি দু'জন। উজ্জয়িনীতে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত তিনজনের খোঁজ পাওয়া যায়; এদের মধ্যে ঋষি নগরের বাসিন্দা এক মহিলা ইন্দোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। অন্য দু'জন রোগী বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই মহিলার মৃত্যুর পর কর্তৃপক্ষ সতর্কবার্তা জারি করেছে এবং সন্দেহভাজন রোগীদের চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা হাসপাতালে ১০ শয্যাবিশিষ্ট একটি বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করেছে।

রবিবার সকালে সিভিল সার্জন ডাঃ সঙ্গীতা পালসানিয়া বলেন, আমি আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই, রাজ্য সরকার এবং আমাদের এমডি ম্যাডামের নির্দেশ অনুযায়ী; যেহেতু এখন বর্ষাকাল চলছে;তাই এই সময়ে চারটি রোগের বিষয়ে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, হাম এবং সাপের কামড়; সাপের কামড়ের বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফের ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান, আহত কমপক্ষে ৩০

টোকিও, ২৩ অগস্ট: ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, রবিবার ভোরে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে টোকিও-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এই ঘটনায় মোট ৩০ জন আহত হয়েছেন। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৯। দক্ষিণ ইবারাকি প্রিফেকচারে মাটির থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত ওই এলাকা। কম্পনের জেরে টোকিও ও নারিতা বিমানবন্দরগামী এক্সপ্রেস ট্রেন-সহ বেশ কয়েকটি স্থানীয় ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। তবে শিনকানসেন বুলেট ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। বেশিরভাগ মানুষ ঘুমের মধ্যে ভূমিকম্প অনুভব করেন।

রংপুরে হিন্দু পরিবারের ৩ জনকে হত্যার কিনারা, ধৃত ২

রংপুর, ২৩ অগস্ট: বাংলাদেশের রংপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সপরিবারে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তার কিনারা করল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। দু'জনকে গ্রেফতার করে গোটা প্রকৃত ঘটনা জানা গিয়েছে।

রংপুর মহকুমা পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, ধৃতরা মাছুয়াপাড়ার মুগ্ধ দাস ও তার মামাতো ভাইয়ের ছেলে সিদ্ধার্থ দাস। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, নিহত শিক্ষকের বাড়ির ছাদে উঠে রাতে ইয়াবা সেবন করছিল তারা। বাধা পেয়ে চক্রবর্তী পরিবারের সকলকে খুন করে। হত্যাকাণ্ডের পর নিজেরা স্নান করে ডাইনিং টেবিলে রাখা খেজুর, শসাও খায়। তারপর সুযোগ বুঝে তারা পালিয়ে যায়।

রবিবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার মহম্মদ আবদুল মাবুদ জানান, ধৃতরা একই এলাকা, মাছুয়াপাড়ার বাসিন্দা। সিদ্ধার্থ স্থানীয় এক গয়নার দোকানে এবং মুগ্ধ সিটি বাজারের একটি মাছের দোকানে কাজ করে। বৃহস্পতিবার রাতে মুগ্ধ ও সিদ্ধার্থ মাদক কারবারির কাছ থেকে ইয়াবা কিনে সীমান্ত নামের স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে সেবন করে। পরে তারা দেবু নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন বাড়ির ছাদ থেকে নিহত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তীর বাড়ির ছাদে যায়। সেখানে ইয়াবা সেবন করছিল সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ।

সেসময় শধ পেয়ে গণপতিবাবু ছাদে যান। এ সময় অভিযুক্তরা গামছা পেঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করে। শধ শুনে স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী ছাদে উঠতে গেলে সেসময় সিঁড়িতে তাঁকেও একইভাবে হত্যা করা হয়। মায়ের চিৎকার শুনে মেয়ে সেখানে গেলে তাকেও শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গামছার পাশাপাশি গলা ও বুকে দড়ি পেঁচিয়ে টেনে দেওয়া হয়। এতে তার চোয়াল ভেঙে যায়।

ময়দান

পাড়িক্কলের ব্যাটে রানবন্যা কলম্বোয়, গিলের অনন্য মাইলফলকে এগিয়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন থেকেই নিজেদের আধিপত্য স্পষ্ট করে দিল ভারতীয় দল। কলম্বোয় টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় টিম ইন্ডিয়া এবং সেই সিদ্ধান্তকে সার্থক করে তোলেন ব্যাটাররা। দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারতের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩০০ রান। এই ইনিংসের মূল ভরসা ছিলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল, যিনি আবারও শতরান করে দলের ভিত শক্ত করেন। অন্যদিকে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল অর্ধশতরান করার পাশাপাশি টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করে নতুন নজির গড়েছেন।

ভারতের শুরুটা অবশ্য খুব একটা খারাপ হয়নি। ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৪৫ রান করে আউট হওয়ার আগে দলের স্কোর এগিয়ে নিয়ে যান। আউট হওয়ার পর মাঠে শ্রীলঙ্কার কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে তাঁর কথাকাটাকাটিও দেখা যায়, যা দিনের অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। তবে সেই বিতর্ক বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এরপর ব্যাট করতে নামেন কেএল রাহুল। কিন্তু তিনি বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হন এবং মাত্র ১৮ রান করে ফিরে যান। এরপরই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। প্রথম টেস্টেও শতরান করেছিলেন তিনি, আর দ্বিতীয় টেস্টেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন। শুরুতে ধৈর্য ধরে ব্যাট করলেও পরে শ্রীলঙ্কার বোলারদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁর ব্যাটিংয়ে ছিল নিখুঁত রক্ষণ ও আক্রমণের দুর্দান্ত মিশেল। ১৯৩ বল মোকাবিলা করে ১১৭ রান করেন তিনি। ইনিংস সাজানো ছিল ১২টি চারে। শেষ পর্যন্ত স্পিনার কেশারা নুয়ান্থার বলে আউট হলেও তাঁর ইনিংস ভারতের বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে দেয়। ধারাবাহিক দুই টেস্টে শতরান করে তিনি তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশনে নিজের দাবি আরও শক্তিশালী করলেন। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলও গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। যদিও তিনি শতরানের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি, তবুও ১০৮ বলে ৫০ রান করে দলের স্কোর এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর ইনিংসে ছিল ছয়টি চার। আসিথা ফার্নান্ডোর বলে উইকেটরক্ষক নিরোশান ডিকওয়েল্লার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেও এই ইনিংস তাঁকে এনে দেয় এক বড় ব্যক্তিগত সাফল্য। টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করেন গিল। কেশারা নুয়ান্থার বলে চার মেরে তিনি এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। মাত্র ২৬ বছর ৩৪৯ দিন বয়সে টেস্টে ৩০০০ রান পূর্ণ করে গিল ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়েছেন। এই কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি কপিল দেবকে পিছনে ফেলেছেন, যিনি ২৬ বছর ৩৫৬ দিনে এই মাইলফলকে পৌঁছেছিলেন। তবে সবচেয়ে কম বয়সে ভারতের হয়ে টেস্টে ৩০০০ রান করার রেকর্ড এখনও কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরের দখলে। তিনি মাত্র ২৩ বছর ২২৮ দিন বয়সে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তালিকার প্রথম সারিতেই রয়েছেন আরেক কিংবদন্তি বীরেন্দ্র শেহওয়াগও। শুধু ব্যক্তিগত মাইলফলক নয়, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড গড়েছেন শুভমান গিল। কলম্বো টেস্টে তাঁর অর্ধশতরানের সুবাদে তিনি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের একটি চক্রে ১০০০ রানের গণ্ডি পার করা প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হয়েছেন। এর আগে ২০১৯-২১ চক্রে বিরাট কোহলি অধিনায়ক হিসেবে ৯৩২ রান করেছিলেন। ফলে গিলের এই সাফল্য ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় যোগ করল।

প্রথম দিনের শেষে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী। দেবদত্ত পাড়িক্কলের শতরান এবং শুভমান গিলের রেকর্ডগড়া ইনিংসের সৌজন্যে দ্বিতীয় টেস্টে বড় স্কোরের পথে এগিয়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। এখন দ্বিতীয় দিনে এই ভিত্তিকে আরও মজবুত করে শ্রীলঙ্কার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই হবে ভারতের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং বিপর্যয়,অস্ট্রেলিয়া সফরে গর্বের গর্জন বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ইনিংস ও ৫১ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত জয় দিয়ে ইতিহাস গড়া নাজমুল হোসেন শান্তর দল এবার নিজেদের সেরাটা দেখাতে পারেনি। ম্যাকের মাঠে স্বাগতিকদের শক্তিশালী বোলিং আক্রমণের সামনে দুই ইনিংসেই ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ। ফলে চার দিনের আগেই দুই দিনের মধ্যেই ম্যাচ শেষ করে সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করে অস্ট্রেলিয়া।

প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ মাত্র ৬৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ২১০ রান তুলে ১৪৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড নেয়। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশের ব্যাটাররা আবারও ব্যর্থ হন। পুরো দল গুটিয়ে যায় মাত্র ৯৫ রানে। একমাত্র অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৩১ রান এবং মুশফিকুর রহিম অপরাজিত ২৯ রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন। বাকিদের কেউই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি।

বাংলাদেশের ইনিংসের শুরু থেকেই অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ওপেনার তানজিদ হাসান, শাদমান ইসলাম এবং মোমিনুল হক দ্রুত ফিরে গেলে চাপ আরও বেড়ে যায়। এরপর লিটন দাসও রানের খাতা খুলতে না পেরে সাজঘরে ফেরেন। মেহেদি হাসান মিরাজ, হাসান মাহমুদসহ নিচের সারির ব্যাটাররাও ব্যর্থ হওয়ায় বড় ব্যবধানে হার এড়ানো সম্ভব হয়নি। ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে টেস্ট দলে লিটন দাসের জায়গা নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে মিচেল স্টার্ক চারটি উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং ধস নামান। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স তিনটি এবং স্পিনার নাথান লায়ন তিনটি উইকেট ভাগ করে নেন। প্রথম ইনিংসেও স্টার্ক ছয় উইকেট শিকার করেছিলেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে তাঁর দুর্দান্ত বোলিং বাংলাদেশের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ক্যামেরন গ্রিন ৬৭ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। নাথান লায়ন অপরাজিত ৩২ রান করেন এবং জশ হ্যাজলউড যোগ করেন ৬ রান। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন শরিফুল ইসলাম। তিনি ৪৮ রান দিয়ে সাতটি উইকেট নিয়ে নিজের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা বোলিং করেন। এছাড়া তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ ও মেহেদি হাসান মিরাজ একটি করে উইকেট নেন। তবে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় শরিফুলের অসাধারণ পারফরম্যান্সও দলের পরাজয় ঠেকাতে পারেনি।

যদিও দ্বিতীয় টেস্টে বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ, তবুও পুরো সফরটি দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের মাঠে টেস্ট সিরিজ ড্র করাও বিরল অর্জন। তাই শেষ ম্যাচের হতাশা থাকলেও এই সফরের সামগ্রিক সাফল্য বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতের জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২৪ অগস্ট ২০২৬ • পেজ ৮

দাঁতের অত্যাধুনিক চিকিৎসা

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

'কথায় আছে দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা বুঝিনা'। দাঁত মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, সুস্বাস্থ্যের প্রতীক । অথচ আমরা সবচেয়ে বেশী অযত্ন করি দাঁতের । আপনার সুন্দর হাসি, আপনার সামনের মানুষটিকে আকৃষ্ট করতে পারে । তাই শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো দাঁতও গুরুত্বপূর্ণ। দাঁতের কাজ যেমন একদিকে খাদ্যকে টুকরো টুকরো করে গলাধঃকরণ করা, যাতে সহজে হজম হয়, অপরদিকে সুস্থ দাঁত আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

তবে নিয়মিত দাঁত পরিস্কার না করলে দাঁতের মাড়িতে বা মুখগহ্বরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের অযত্নে অসময়ে অনেকেই দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগেন। সাধারণত ছোটো থেকে শুনে এসেছি দাঁতে নাকি পোঁকা ধরে । অর্থাৎ অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট বা মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খেলে মুখের ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিড তৈরী করে যা দাঁতের শক্ত আবরণ গলিয়ে গর্ত (cavity) সৃষ্টি করে ।এটাকে দাঁতের ক্ষয় রোগ বলে । অল্প গর্ত হলে ফিলিং করে দেওয়া হয়। আর যদি খাওয়া দাওয়ার পর সকালে এবং রাতে দুবার নিয়মিত দাঁত পরিস্কার না করলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ারা জন্য দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়। সেই ক্ষয় যদি দাঁতের গোঁড়ায় পৌঁছে যায় তখন দাঁতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। আর দাঁতের যন্ত্রণা ভুক্তভোগীরাই জানেন। তাছাড়া জন্মগত দাঁত যদি বয়স জনিত কারনে পড়ে যায় বা দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে যায় বা পড়ে যায়, তখন বাঁধানো দাঁত লাগিয়ে কাজ চালানো যায়। তারমধ্যে অন্যতম হলো খোলাপরা যায় এমন দাঁত বা নকল দাঁত (Removal denture) ।আগেকার দিনে এর একটাই সমাধান দিতেন দাঁতের চিকিৎসক। অর্থাৎ দাঁত তুলে ফেলা। যাদের একাধিক দাঁত তুলতে হয়েছে, তাদের আবার দুটি সমস্যা - খাবার চিবোনোর সমস্যা , আর তার মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়া । এই সমস্যা থেকে বেরোনর তখন একটা উপায় ছিলো। তাহলো বাঁধানো দাঁত(নকল দাঁত) ব্যবহার করা । তবে বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করা বিরক্তিকরছিলো। এটা নিয়মিত রাতে খুলে রাখতে হতো। তাছাড়া প্রতিদিন একবার দাঁত লাগানো, আবার প্রয়োজনে খুলে রাখা কার ভালো লাগে বলুন !

দাঁতে যদি পোকা ধরে অর্থাৎ ক্ষয়রোগ হয় এবং তার কারনে দাঁতের ভিতরের পাল্প (যার মধ্যে রক্তনালী এবং নার্ভ থাকে) গভীরভাবেসংক্রামিত, স্ফীত বা মৃত হয়ে যায় তখন দন্ত চিকিৎসক সেই অংশটি পরিস্কার করে সিল করে দেয়। এভাবে দাঁত না তুলে রক্ষা করা যায়। দন্ত চিকিৎসার ভাষায় এটাকে রুটক্যানাল বা আর সি টি বলে।

অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে দন্ত চিকিৎসায়ও নিরন্তর গবেষণা চলছে। তাতে পরে যাওয়া দাঁত বা পোকা ধরা দাঁত তুলে নতুন এক পদ্ধতিতে নতুন দাঁতের প্রতিস্থাপন করা হয়, যা একেবারে নতুন দাঁতের মতো কার্যকরী এবং দাঁতের সৌন্দর্য আগের মতো ফিরে আসে। আগে কোনো দাঁত পরে গেলে তার দুপাশের দাঁতের সাপোর্টে মাঝের দাঁতটি বসিয়ে দেওয়া হতো। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ' ব্রীজ ' করা। এতে দুপাশের দাঁতের উপরের অংশ কিছুটা কেটে সাপোর্ট দিয়ে নতুন দাঁতটি বসিয়ে দেওয়া হয়। তাতে দুপাশের দাঁত কিছুটা কমজোরি হয় এবং শক্ত খাবার খাওয়া অসুবিধা জনক।

ব্যক্তিগতভাবে উপরের সব পদ্ধতি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। সম্প্রতি একটি দাঁত ডেন্টালসার্জেনডাঃসৌমেনকুন্ডুর পরামর্শে তুলে ফেলতে বাধ্য হয়েছি। তাতে আমি হাসার সময় তোলা দাঁতের ফোকরটি বাইরে থেকে দেখা যায়। তার প্রতিবিধান হিসাবে ডাঃ সৌমেন কুন্ডু নতুন পদ্ধতির কথা বলেন, যা আগে করিনি। ডাঃ সৌমেন কুন্ডু বলেন, দাঁত ভেঙ্গে গেলে বা পরে গেলে তার চিকিৎসা অনেক সহজ এবং আধুনিক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি 'ডেন্টালইমপ্ল্যান্ট' চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন।

তিনি পদ্ধতিটি সম্বন্ধে জানান, এই পদ্ধতিতে দাঁতের প্রতিস্থাপন করলে নতুন দাঁত আগের মতো শক্তিশালী হবে এবং সবরকম শক্ত খাবারও খেতে অসুবিধা হবে না। তার উপর দাঁতের সৌন্দর্য অটুট থাকবে। পাশের দাঁতের উপর কোনো চাপ পরে না। এই পদ্ধতিতে যেহেতু হাড় থেকেই দাঁত বসানো হয়, ফলে আগের মতোই দাঁত ব্যবহার করা যায়। ডাঃ সৌমেন কুন্ডু, যিনি আমার দাঁতে ইমপ্লান্ট করেছেন, তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে জন্মগত দাঁতের বদলে একটি 'বায়োকম্প্যাটিবল এবং পরিবেশ বান্ধব টাইটানিয়াম অথবা জারকোনিয়ার পোস্ট বা স্ক্রু বসানো হয় চোয়ালের হাড়ের ভিতরে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে ডেন্টালইম প্ল্যান্ট করতে সময় লাগে মাত্র ১০ মিনিট । এই স্ক্রু তিন চার মাসের মধ্যে হাড়ের সঙ্গে জুড়ে যায়। তার উপর ক্যাপ বসিয়ে দিলে একেবারে স্বাভাবিক দাঁতের মতো ব্যবহার করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে এবং অনেক জায়গায় বা বেশ কিছু দেশে এই ইমপ্লান্ট সিকিউরিটি চেকিংএর সময় প্যানিকঅ্যালার্ম তৈরী করতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনাকে সিকিউরিটি অফিসারকে জানাতে হবে যে আপনার মুখে মেটালেরইম প্লান্ট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে । তাহলে আর কোনো অসুবিধা হয় না। প্রমাণস্বরূপ আপনাকে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দেখাতে হবে। আর একটা কথা, ডেন্টালইমপ্ল্যান্ট অবস্থায় সিটি স্ক্যান বা এম আর আই করতে কোনো অসুবিধা নেই।

পেটের যন্ত্রনায় ছটফট

ডিটেক্টেড, গলব্লাডার স্টোন

প্রদীপ মারিক

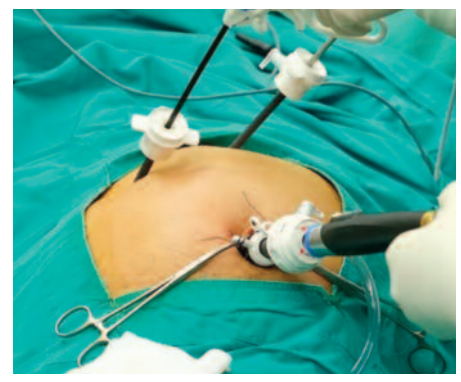

বাইপাসের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলেছি। কথামালা বায়না করলো ওই বুনো ফুলটা পেরে দিতে হবে। আবার পেরে দিলে তো হবে না, মাথায় গুঁজে দিতে হবে। ক্লিপ লাগানো ছোট্ট খোঁপায় ফুল আঁটকে দিয়েই বললাম নে বাবু এবার পাউরুটি খেয়ে নে। আমি মাখন পাউরুটি করেই এনেছিলাম। একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছি। আর কথামালা গঙ্গার পাড়ে বসে পা দোলাচ্ছে। আমি আমার মিষ্টি সোনার দিকে তাকিয়ে আছি , কোনদিন কি বড় হবি না। আমার বুকের মাঝে মাথা হেলিয়ে দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে কথা বলল, বড় হলে যে তোমাকে পাবো না। আমি যে তোমাকে ভীষণ ভাবে চাই। এই কথা বলতেই হটাৎ বমি আর পেটব্যথা। ডাক্তার বলল গলব্লাডারে স্টোন। অপারেশন করতে হবে। শরীরের লক্ষণ এবং শারীরিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে ডাক্তার একটি আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা, একটি কম্পিউটারাইজড টমোগ্রাফি (CT) স্ক্যান বা একটি চৌম্বকীয় অনুরণন ইমেজিং (MRI) এর মতো পরীক্ষার সঙ্গে বিশেষ পরীক্ষা এবং রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিলেন। পিত্তথলির পাথরের চিকিৎসা করা খুবই প্রয়োজন। এগুলি হল অনেকগুলি সম্ভাব্য জটিলতা যা পিত্তপাথরের কারণে ঘটতে পারে তাই অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। বিশেষ করে যদি এটি অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেপ্টিসেমিয়া নামে একটি অবস্থার ও সৃষ্টিও হতে পারে। কখনও কখনও ছোট পাথর পিত্তনালীর মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং অগ্ন্যাশয় ব্লক করে প্যানক্রিয়াটাইটিস সৃষ্টি করে, এটি একটি অত্যন্ত প্রাণঘাতী অবস্থা যার দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। গলব্লাডার হজমের (পিত্ত) রসের সঞ্চয়স্থান। এটি পেটের ডান উপরের দিকে, লিভারের নীচে আটকে থাকে। যখন চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করা হয় তখন গলব্লাডার হজমে সাহায্য করার জন্য পিত্ত নালীর মাধ্যমে পিত্তের রসকে অন্ত্রে ঠেলে দেয়। পিত্ত রসের যে কোনো পরিবর্তনের ফলে পিত্তথলিতে ছোট নুড়ির মতো পাথর তৈরি হতে পারে, যাকে সাধারণত বলা হয় পিত্তথলি বা পিত্তথলির পাথর। পিত্তথলির পাথর হয় গল্ফ বলের মতো বড় বা নুড়ির মতো ছোট হতে পারে। এছাড়াও, একটি বড় পাথর বা অনেকগুলি ছোট পাথর বা উভয়ের সংমিশ্রণ থাকতে পারে। পিগমেন্ট পাথরসমূহ প্রধানত বিলিরুবিনের ক্যালসিয়াম লবণ, কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম পামিটেট প্রভৃতি নিয়ে তৈরি। পিগমেন্ট পাথর দুই ধরনের হয় যথা কালো ও বাদামি। প্রায় ৫০-৭৫ শতাংশ কালো পাথর রেডিও-ওপেক অর্থাৎ এক্সরেতে সাদা দেখায়। অপরদিকে বাদামিগুলো রেডিও-লুসেন্ট অর্থাৎ এক্সরেতে দেখা যায়না। ১০-২০ শতাংশ কোলেস্টেরল পাথর এক্সরেতে দেখা যায় কারণ সেগুলোতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যুক্ত থাকে, বাকিগুলো বিশুদ্ধ কোলেস্টেরল হওয়ায় দেখা যায়না। পিত্তাশয়ে অনবরত মিউকাস ক্ষরণের ফলে এটি ধীরে ধীরে আকারে বাড়তে থাকে একে মিউকোসিল বলে। মিউকোসিলে ইনফেকশন হলে পিত্তাশয়ে পুঁজ তৈরি হয় (এম্পাইমা)। পিত্তাশয়ে প্রদাহজনিত কারণেও এম্পাইমা হতে পারে। পুঁজ বের করে পরবর্তীতে পিত্তাশয় কেটে ফেলতে হয়। পাথর কমন বাইল ডাক্টে এসে আটকে যায় এবং পিত্তরসের প্রবাহে বাধা দেয় ফলে রক্তে বিলিরুবিন এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে যায় এবং জন্ডিস হয়, ব্যথা হয়। এই ধরনের জন্ডিসকে অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস বলে। পাথর সরিয়ে ফেললে দ্রুত জন্ডিস ভালো হয়। কখনো কখনো পিত্তাশয়ে ক্যালসিয়াম ক্ষরণ হয় এবং পিত্তরসকে চুনের মত দেখায়। ক্যালসিয়াম পিত্তাশয়ের গায়ে জমা হয় ফলে পিত্তাশয়কে এক্সরেতে চীনামাটির বাসনের মত দেখায়। পিত্তাশয় ফুটো হয়ে ডিউওডেনাম বা কোলনের সাথে ফিস্টুলা তৈরি করতে পারে এবং পাথর ক্ষুদ্রান্ত্র বা বৃহদান্ত্রে চলে যেতে পারে। পাথরের আকার ২.৫ সে.মি. থেকে বেশি হলে এটি আইলিয়ামের শেষ অংশে বা কখনো কখনো ডিওডেনাম বা সিগময়েড কোলনে আটকিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্র বা বৃহদান্ত্রের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধাদান করে (ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকসন)। এক্সরে করলে বিলিয়ারি ট্রিতে বায়ুর উপস্থিতি পাওয়া যায় (নিউমোবিলিয়া)। পাথরের আকার ১৫ মি.মি. এর কম হলে, এক্সরেতে দেখা না গেলে, রোগীর স্থূলতা মাঝারি হলে এবং রোগীর উপসর্গ হালকাধরনের হলে মেডিকেল চিকিৎসা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাইল এসিড যেমন আরসোডিঅক্সিকোলিক এসিড দীর্ঘমেয়াদে মুখে খেতে হয়। এটি পাথরকে ভেঙে দ্রবীভূত করে। তবে কিছুটা সময় লাগলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পিত্তথলির পাথরের সমস্যা দূর হয়ে যায়। পিত্তাশয় কেটে ফেলাকে কোলেসিস্টেক্টোমি বলে। এটি দুই ভাবে করা হয়। ওপেন বা পেট কেটে এবং ল্যাপারস্কপির মাধ্যমে। ল্যাপারস্কপির কিছু বাড়তি সুবিধা আছে যেমন পেট কাটার প্রয়োজন হয় না, হাসপাতালে রোগীকে বেশিদিন অবস্থান করতে হয় না, তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থান শুকিয়ে যায় প্রভৃতি। অসুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কমন পিত্তনালীতে পাথর থাকলে তা বের করা যায়না। খোলা কোলেসিস্টেক্টমি ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেক্টমি সম্ভব না হলে ওপেন সার্জারির ফলে বেশি ব্যথা হয় এবং হাসপাতালে পুনরুদ্ধারের সময় লাগে বেশি। এত কিছুর চিন্তা নিয়ে ও মিষ্টি কথামালা ভর্তি হয়ে গেল আইরিশ হসপিটালে। অভিজ্ঞ ডাক্তার অপারেশন করলেন একবারে সকাল সাড়ে ছ-টায়। গুনে গুনে পাঁচানব্বইটা পাথর বের হল। দিদি সেই হাঙ্গেরি থেকে ছুটে এসেছেন কথামালার জন্য। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এই গলব্লাডারে স্টোন এর জন্য এখন মাইক্রো সার্জারি করে অনেকটাই সুস্থ হচ্ছে আমার ভালোবাসার ছোট্ট কথামালা।

কাশি কারণ ও প্রতিকার

ডাঃ আবু তাহের

কাশি আমাদের শরীরের একটি অন্যতম প্রধান প্রতিবর্ত ক্রিয়া।কাশি অনেক সময় আমাদের কাছে বিরক্তির কারণ হলেও শ্বাসনালির এবং বায়ুথলির ভেতরে কোনো অযাচিত বস্তু প্রবেশ করলে তা নির্গমনে সহায়তা করে কাশির মত স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আবার এই কাশি সামান্য ভাইরাল ইনফেকশন থেকে শুরু ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ডের নানান জটিল অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।কাশির প্রকার,সময়কাল এবং প্রকৃতি অনুযায়ী রোগের মাত্রা নির্ভর করে।স্বরথলির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকেও কাশির উদ্রেক হতে পারে যেমন স্বরথলির কোনো টিউমার থেকে যেমন কাশি হতে পারে তেমনি সিওপিডি (অর্থাৎ ক্রণিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ),অ্যাজমা,ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ,ক্যান্সার, নিউমোনিয়া ইত্যাদি থেকেও কাশি হয়।

শ্বাসনালির ভেতরে যেকোনো ধরনের উদ্দীপনা হতে পারে তা রাসায়নিক বা জৈবিক তার ফলেই সাধারণত কাশির জন্ম হয়।

হার্ট ফেলিওরের মত বড় ধরনের হৃৎপিণ্ডের অসুখ থেকে এবং কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাশি হতে দেখা যায়।

এছাড়াও সাইনুসাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস,গ্যাস অম্বলের সমস্যা থেকেও কাশি হতে দেখা যায়।

কাশির প্রকার অনুযায়ী কাশি সাধারণত দুই ধরনের হয়। শুকনো কাশি এবং ভেজা কাশি।যাকে ড্রাই কাফ এবং প্রোডাক্টিভ কাফ বলা হয় যথাক্রমে।

শুকনো কাশি সাধারণত ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হয়। তাছাড়াও অন্যান্য কারণের মধ্যে সাইনুসাইটিস, অ্যাজমা, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, শ্বাসনালির প্রদাহ, টিউমার ইত্যাদি থেকেও শুকনো কাশি হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি হতে দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

এমনিতে অল্প বিস্তর কাশি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবার হয়ে থাকে। কিন্তু এই কাশিই একটা সময় বড় ধরনের কোনো রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। কাশির সাথে যে সমস্ত উপসর্গগুলো দেখলে সেই কাশিকে অবহেলা করা উচিত নয় সেগুলো হলো দু সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি, কাশির সাথে কাচা বা পাকা রক্ত,কাশতে গিয়ে বুকে, পিঠে, পাঁজরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা,জ্বর,কাশির সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট,বুকে সাঁই সাঁই করে আওয়াজ করা, ওজন কমে যাওয়া,খাবারে অনীহা, অরুচি, কাশির সাথে সবুজ হলুদ কাচা পাকা রক্ত পড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে ততক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কাশির পরীক্ষা, বুকের এক্স রে করে প্রাথমিকভাবে টিবি বা ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা কিনা তা নির্ধারণ করা হয়।

যাদের অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাদের ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে কাশির উদ্রেক হতে পারে। ধুমপায়ী দের কাশি একটি সাধারণ উপসর্গ। এক্ষেত্রে যাদের শরীরে অ্যালার্জির ধাঁচ রয়েছে তাদের যদি ধুমপান করতে দেখা যায় তবে তা দ্বিগুণ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ধুমপায়ী দের ক্ষেত্রে সাধারণত সকাল বেলার দিকে কাশি লক্ষ্য করা যায়। কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট দেখা যায়,পাকা কাফ নির্গত হতে দেখা যায় এমনকি কাশির সাথে রক্ত ক্ষরণ অবধি হতে পারে। কাশির আওয়াজে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলা উচিত। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ ধুমপায়ী নিজেই জানে না কী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছে তাদের ফুসফুস।

কাশির সাথে বিভিন্ন কারণে রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায়। যেমন টিবি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি তে কাশির সঙ্গে কাচা রক্ত বের হতে দেখা যায় ।অবশ্য রক্তপাত মানেই সবসময় টিবির লক্ষণ নয়।পুরনো টিবির ক্ষতস্থান থেকেও অনেক সময় রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায় ।কাশির সাথে রক্ত ছাড়াও অন্য কোনোভাবে যেমন পায়খানা, প্রস্রাব এবং বমির সঙ্গে রক্ত পড়ছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে। শরীরের ওজন যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাওয়া এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলো ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।আর এই সমস্ত উপসর্গগুলো দেখা দিলে একবার অন্তত একজন বক্ষ বিশারদের কাছে সুপরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

কাশি যদি আট সপ্তাহের অধিক কাল ধরে স্থায়ী হতে দেখা যায় তবে তাকে দীর্ঘকাল ব্যাপী কাশি বলে।এর কারণ সাধারণত সিওপিডি, অ্যাজমা,ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস,গলার প্রদাহ, হার্ট ফেলিওর, সাইনুসাইটিস, ইন্টারসিটিশিয়াল লাং ডিজিজ,ভোকাল কর্ড ডিসফাংসন, কিংবা পূর্বের কোনো সংক্রমণ থেকেও ফুসফুসে ক্ষত হলেও দীর্ঘ সময় ব্যাপী কাশির উদ্রেক হতে পারে।এই সমস্ত রোগের কথা মাথায় রেখে একজন চিকিৎসক কে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের আসল কারণ খুঁজে বের করতে হয়। সাধারণত চেস্ট এক্স রে,কফ পরীক্ষা, বুকের সি টি স্ক্যান, ইমিউনোগ্লোবিউলিনের জন্য কিছু রক্ত পরীক্ষা,ই সি জি, ইকো কার্ডিওগ্রাফি, ব্রঙ্কোসকপি,এন্ডোস্কপি ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের কারণ চিহ্নিত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তখন চিকিৎসা শুরু করা হয়।

কাশির সমস্যা যাতে তার জন্য প্রথমে কাশি কমিয়ে তবে রোগের কারণ নির্ধারণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেননা কাশি না কমালে বুকে পিঠে এবং পাঁজরের হাড়ের ক্ষতি হয়, এমনকি হার্নিয়ার মত সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।বুকে ব্যথা,পেটে ব্যথা, অনিচ্ছাকৃত ভাবে মূত্র ত্যাগ ও হয়ে যেতে পারে।

বাজার চলতি দুধরনের কাফ সিরাপ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একটি কাফ সাপ্রেসান্ট(কাশি যাতে না উৎপন্ন হয় তাই কাশি উদ্রেককারী কেন্দ্র কে প্রভাবিত করে) এবং একটি এক্সপেকটোরেন্ট(কাশির ঘনত্ব কমিয়ে হালকা ভাব এনে কাশি নির্গমনে সহায়তা করে)।এই দুই ধরনের কাফ সিরাপের মধ্যে উপাদান গত তারতম্য রয়েছে। আবার এর মধ্যে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।তাই রোগ নির্ণয়ের পরে কাফ সিরাপ নির্বাচন করলে তবে তা সুবিধের হয় রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের জন্যই।

আশাকরি কাশি নিয়ে উপরোক্ত পরামর্শ গুলো মেনে চললে পাঠক বন্ধুরা উপকৃত হবেন। হেমন্তের মধ্যাহ্ন বেলায় শীত শীত এই আবহাওয়ায় সকলের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি।

আয়ুষ মন্ত্রকের স্বীকৃতি পেল প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সার্বিক সুস্থতা, যোগ ও ধ্যানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের স্বীকৃত কর্মী সংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেল প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই ঘোষণা করেন ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী চন্দন আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যোগাচার্য ডঃ সুরেশ কুমার আগরওয়াল 'শ্রী সনাতনী ক্রিয়া'-র উপর একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন পরিচালনা করেন। মানসিক সুস্থতায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন ও ডঃ সুরেশ কুমার আগরওয়ালকে সম্মানিত করে লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটস, হ্যালো কলকাতা নিউজ-মিডিয়া এবং রোটারি ক্লাব অফ কসবা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হ্যালো কলকাতার সম্পাদক-পরিচালক তথা লায়ন্স ম্যাগনেটস ও রোটারি কসবার ম্যানেজিং ট্রাস্টি আশিস বসাক।

ঠাকুরপুকুরে সানশাইন অ্যাস্থেটিক ক্লিনিকের পথচলা শুরু

সানশাইন অ্যাস্থেটিক ক্লিনিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিকিৎসক ও অতিথিরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঠাকুরপুকুরের জেমস লং সরণির মাঝেরপাড়ায় উদ্বোধন হল সানশাইন অ্যাস্থেটিক ক্লিনিক। স্কিন, হেয়ার, লেজার, ডেন্টাল ও ওয়েলনেস;এক ছাদের তলায় একাধিক পরিষেবা মিলবে এই চিকিৎসক পরিচালিত ক্লিনিকে। ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মৌশ্রী হালদার, বিডিএস, অ্যাস্থেটিক ফিজিশিয়ান ও সার্টিফায়েড ফেসিয়াল অ্যাস্থেটিক ইনজেক্টর এবং ডাঃ তুহিন চট্টোপাধ্যায়, বিডিএস, সার্টিফায়েড ইমপ্ল্যান্টোলজিস্ট ও ফেসিয়াল অ্যাস্থেটিক ইনজেক্টর। বিশেষজ্ঞ প্যানেলে রয়েছেন ডাঃ সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ইন্দ্রনীল সাহা, ডাঃ দেবাশিস বিশ্বাস, ডাঃ অভিক সিনহা ও ডাঃ মেহুলি কর। বিজ্ঞানসম্মত ও নিরাপদ চিকিৎসার পাশাপাশি ব্যক্তির নিজস্ব সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই ক্লিনিকের লক্ষ্য। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী অহনা দত্ত এবং মডেল-ইনফ্লুয়েন্সার বিকলেশ পারভিন।

সম্প্রতি বরিষা অ্যাটলেটিক ক্লাব, বেহালা শিলপাড়ায় হয়ে গেল যোগা মেডিটেশন ও আয়ুর্বেদের একটি ক্যাম্প। এই উপলক্ষে কলকাতায় প্রথমবার এসেছেন আন্তর্জাতিক যোগ গুরু এবং আর্ট অফ ফিলিং লাইফের স্বামী সন্তোষানন্দজি মহারাজ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দু সেনা মহিলা রাজ্য সভাপতি তনুশ্রী চক্রবর্তী। সহযোগিতায় ছিলেন সুকান্ত মহাপাত্র ও তানিশ চক্রবর্তী ও। বিশেষ অতিথি রুপে ছিলেন জ্যোতিষ আচার্য সৌরভ শান্ডিল্য, ডিআইজি (ট্রাফিক) শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর সিকদার সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তিনদিনের এই বিশেষ ক্যাম্পে বেহালা চত্বরের প্রচুর মানুষজন উপস্থিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে চিকিৎসাতে আয়ুর্বেদের যে কতটা অবদান তা সমাজের আট থেকে আশির কাছে তুলে ধরাই ছিল এই ক্যাম্পের মুল উদ্দেশ্য।